শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি) গঠন ও কার্যপরিধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহায়িকা

সেপ্টেম্বর ২০২৪

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প

শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি) গঠন ও কার্যপরিধি বিষয়ক
প্রশিক্ষণ সহায়িকা

সহায়িকা প্রণয়ন:

গভর্নেন্স ইমপ্রুভমেন্ট অ্যান্ড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট (জিআইসিডি) কনসালটেন্সি সার্ভিসেস

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি), এলজিইডি

পুনঃপ্রকাশ

সেপ্টেম্বর ২০২৪

সার্বিক নির্দেশনা

মোঃ আব্দুল বারেক, প্রকল্প পরিচালক
নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

সার্বিক তত্ত্বাবধান

আজাহার আলী
টিম লিডার, জিআইসিডি
নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

সহায়িকা প্রণয়ন

মোঃ জাফরুল কুদ্দুস
ট্রেনিং স্পেশালিস্ট, আইইউজিআইপি, এলজিইডি

সম্পাদনা

খান মো. রবিউল আলম
ডকুমেন্টেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট আইইউজিআইপি, এলজিইডি

গ্রাফিক্স ডিজাইন ও মুদ্রণ

রাজু প্রিন্টিং প্রেস
১৩/১, আর.এন.ডি. রোড, লালবাগ, ঢাকা
ফোন: +৮৮-০২-২২৩৩৬৭৩১৩
মোবাইল: ০১৭১৫-০০৪২৩৫

প্রধান প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

মুখবন্ধ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দেশের অন্যতম বৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা। এলজিইডির মূল লক্ষ্য হলো পল্লি, নগর ও পানিসম্পদ সেক্টর উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়তা করা। গত শতাব্দীর ৬০-এর দশকে পল্লীপূর্ত কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এলজিইডি গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তী সময়ে তা নগর ও পানিসম্পদ সেক্টরে বিস্তৃত হয়। এলজিইডির কার্যক্রম দেশের সার্বিক অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশে নগরায়ণ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। জনগণের মধ্যে শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। নগর বা শহরে শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ মানুষ বাস করে। অচিরেই তা শতকরা ৫০ ভাগে উন্নীত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এ অবস্থায় নগরবাসীকে উন্নত সেবা প্রদান সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভাসমূহের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নগর অবকাঠামো ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ছাড়া উন্নত শহুরে নাগরিক সেবা প্রদান সম্ভব নয়।

পরিকল্পিত নগরায়ণের জন্য পৌরসভাসমূহের সক্ষমতা উন্নয়নের বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে এলজিইডি গত শতাব্দীর ৮০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে কাজ করে আসছে। ১৯৮৫ সালে ৫টি পৌরসভা নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে ইউনিসেফের সহায়তায় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প (এসআইপি) বাস্তবায়নের মাধ্যমে এলজিইডি নগর সেক্টরে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে উন্নয়ন সহযোগী ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে নগর অবকাঠামো ও পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নে এলজিইডি বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি) তার মধ্যে অন্যতম। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো, নগর পরিচালন ব্যবস্থা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং মানবসম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধি মাধ্যমে পরিকল্পিত উপায়ে টেকসই নগরায়ণ এগিয়ে নেওয়া। পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রমে নাগরিক, নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি, রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি এবং পরিষেবার মান উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পৌরসভায় বসবাসরত বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণ জরুরি। পৌরসভার সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে আইন ও নীতির আলোকে গঠন করা হয়েছে শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি)। এ কমিটি গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, পৌরসভার সেবামূলক কাজ ও অন্যান্য কাজে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং বিশেষ করে নাগরিক সমাজ, দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং নারী প্রতিনিধিদের মতামতের ভিত্তিতে উন্নয়ন ও আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা। পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে পৌরসভার সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রতিষ্ঠা, যা সার্বিক সুশাসন পরিস্থিতির উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

আমি জেনে আনন্দিত যে, নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি) শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি)'র একটি প্রশিক্ষণ সহায়িকা প্রস্তুত করা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, এ প্রশিক্ষণ সহায়িকার কার্যকর বাস্তবায়ন টিএলসিসির সক্ষমতা উন্নয়নে কাজ করবে, যা পৌরসভার কাজে গতিশীলতা আনবে।

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)-এর গভর্নেন্স ইমপ্রুভমেন্ট অ্যান্ড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট (জিআইসিডি) কনসালটেন্সি সার্ভিসের পরামর্শক যাঁরা নিষ্ঠা ও পেশাদারি উৎকর্ষের সঙ্গে সহায়িকাটি প্রণয়ন করেছেন, তাঁদের সাধুবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে, এ প্রশিক্ষণ সহায়িকার সফল বাস্তবায়ন আশা করছি।

মোঃ আলি আখতার হোসেন

প্রকল্প পরিচালক
নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

প্রসঙ্গকথা

ক্রমবর্ধমান নগরায়ণের ফলে কর্মসংস্থানের জন্য প্রতিনিয়ত মানুষ গ্রাম থেকে নগর বা শহরমুখী হচ্ছে। ফলে নগরে জনসংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ নগরে বা শহরে বসবাস করে। খুব শীঘ্রই তা ৫০ শতাংশে উন্নীত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নগরে এ ক্রমবর্ধমান মানুষের চাপ সামাল দেওয়া ও নাগরিক সেবা প্রদান বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে নিজেদের উন্নয়নমনস্ক করতে হবে। মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে এবং তা তাদের মনে গেঁথে দিতে পারলে প্রত্যেক মানুষ একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে পারবে।

বর্তমানে বাংলাদেশে ১২টি সিটি কর্পোরেশন ও ৩৩১টি পৌরসভা রয়েছে। নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের লক্ষ্য হলো, পরিকল্পনা অনুযায়ী টেকসই নগরায়ণ, নগর পরিচালন ব্যবস্থা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং অবকাঠামো উন্নয়নে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহকে সহায়তা প্রদান। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পৌরসভা হলো অন্যতম। নগরবাসীর জন্য উন্নত মানের সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পৌরসভা অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে। এ সকল কাজ বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন জরুরি। সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে পৌরসভা নগরবাসীর কাঙ্ক্ষিত সেবা নিশ্চিত করে থাকে।

পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির আওতায় পৌরসভাসমূহে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, নিজস্ব রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি, রেকর্ডপত্রাদির সংরক্ষণে দক্ষতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। উন্নয়নমুখী, সেবামূলক ও একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে পৌরসভা পরিচালনার সাথে যুক্ত সকলের পৌর আইন ও বিধি বিষয়ে সম্যক ধারণা ও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। একই সঙ্গে, উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে জনঅংশগ্রহণ কীভাবে বাড়ানো যায় সম্পর্কে অবহিত হওয়াও গুরুত্বপূর্ণ।

পৌরসভাসমূহের সেবামূলক কাজ ও অন্যান্য কাজে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯-এর ১১৫ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রত্যেকটি পৌরসভায় শহর সমন্বয় কমিটি গঠনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগ ২০১১ সালের ৯ মার্চ তারিখে ৪৬.০৬৩.০২২.০১.০০.০০১.২০১১-২৫৮ নং স্মারকে পৌরসভা পর্যায়ে একটি এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে একটি কমিটি গঠনের জন্য অফিস আদেশ জারি করে। উক্ত অফিস আদেশ মোতাবেক পৌরসভা পর্যায়ের কমিটিকে শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি) এবং ওয়ার্ড পর্যায়ের কমিটিকে ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি (ডব্লিউসি) নামকরণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে ২০১২ সালে (বিধিমালা ২০১২ তারিখ ১৯ জুন ২০১২) পরিপত্রের বলে এই কমিটিকে ওয়ার্ড কমিটি হিসেবে নামকরণ করা হয়।

শহর সমন্বয় কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি বিষয়ে শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি)'র সভাপতি, সদস্যসচিব এবং সদস্যগণের পূর্ণাঙ্গ ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি) গঠন ও কার্যপরিধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। আমি আশা করি, এই সহায়িকাটি ব্যবহারের মাধ্যমে আয়োজিত প্রশিক্ষণ টিএলসিসির সভাপতি, সদস্যসচিব এবং সদস্যগণকে টিএলসিসি'র গঠন ও কার্য কার্যপরিধি বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেবে, যা পৌরসভার কাজে গতিশীলতা আনবে।

আইইউজিআইপি প্রকল্পে নিয়োজিত জিআইসিডি টিম লিডার ও পরামর্শকগণ এ সহায়িকাটি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। টিএলসিসির সদস্যগণ দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হলে তা পৌরসভার কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

মোঃ আব্দুল বারেক

সূচিপত্র

ক্রঃ নং	বিষয়সমূহ	পৃষ্ঠা নং
০১	প্রকল্প পরিচিতি	০৯
০২	আইইউজিআইপি প্রকল্পের জন্য আরবান গভর্নেন্স ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান (ইউজিআইএপি)	১২
০৩	শহর সমন্বয় কমিটি গঠন ও কার্যপরিধি বিষয়ক প্রশিক্ষণের পটভূমি	২৩
	৩.১ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য	২৩
	৩.২ প্রশিক্ষণের নিয়মাবলি যা মেনে চলা আবশ্যক	২৩
০৪	শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি)'র সাংবিধানিক ও আইনগত ভিত্তি	২৩
০৫	শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি)'র ধারণা ও আইনগত ভিত্তি	২৫
০৬	শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি)'র গুরুত্ব	২৫
০৭	শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি)'র গঠন কাঠামো	২৭
০৮	শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি)'র কার্যপরিধি	২৮
০৯	গতিশীল শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি)'র বৈশিষ্ট্য	২৮
১০	শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি) গতিশীল করার উপায়	২৯
১১	শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি)'র সভার উদ্দেশ্য	২৯
১২	শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি)'র সভার গুরুত্ব	৩০
১৩	শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি)'র সভার জন্য করণীয়	৩০
১৪	সংযুক্তি-ক : টিএলসিসি সভার কার্যবিবরণী	৩৩

Acronyms and Abbreviations

ADB	Asian Development Bank
AFD	Agence Française de Développement
CAP	Community Action Plan
GESIAP	Gender Equality and Social Inclusion Action Plan
GICD	Governance Improvement and Capacity Development
GoB	Government of Bangladesh
GIS	Geographic information system
IUGIP	Improving Urban Governance and Infrastructure
IGRC	Information Grievance Redress Cell
LGED	Local Government Engineering Department
LINIC	Low Income Neighbour Improvement Committee
MDSC	Management, Design, Supervision Consultants
MMT	Mobile Maintenance Team
NGO	Non-governmental Organization
O & M	Operations and Maintenance
PDP	Pourashava Development Plan
PMU	Project Management Unit
PRAP	Poverty Reduction Action Plan
STC	Standing Committee
SW	Solid Waste
TLCC	Town Level Co-ordination Committee
TAC	Tax Assessment and Collection
UGIAP	Urban Governance Improvement Action Plan
WC	Ward Committee

১. প্রকল্প পরিচিতি

১। প্রকল্পের নাম : নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)

২। প্রকল্প কোড : ২২৪৩৭৭৮০০

৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পরিকল্পনা অনুযায়ী টেকসই নগরায়ণ, নগর পরিচালন ব্যবস্থা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করা

৪। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ

৫। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং ৬৩টি নির্বাচিত পৌরসভা

৬। একনেক/প্ল্যানিং কমিশন/মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২০-০৬-২০২৩ ইং

৭। বাস্তবায়ন কাল আরম্ভ : ০১-০৭-২০২৩, সমাপ্তি : ৩০-০৬-২০২৮ ইং

৮। প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকা) :

জিওবি	১০০.০০ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
এডিবি	৩০০.০০ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
এএফডি	২০০.০০ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
প্রকল্প সাহায্য	০২.০০ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
সর্বমোট =	**৬০২.০০ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)**

৯। **প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ৬৩টি এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের আওতাভুক্ত ২৫টি পৌরসভা (মোট ৮৮টি পৌরসভা)**

ঢাকা বিভাগ (১৭টি পৌরসভা)

ভাঙ্গা, বোয়ালমারী, গোয়ালন্দ, আড়াইহাজার, মনোহরদী, মুন্সিগঞ্জ, কালীগঞ্জ, মধুপুর, হোসেনপুর, কালকিনি, নড়িয়া, মানিকগঞ্জ, টুঙ্গিপাড়া, মিরকাদিম, কালিয়াকৈর, পাকুন্দিয়া এবং ভৈরব

ময়মনসিংহ বিভাগ (৩টি পৌরসভা)

মদন, নকলা এবং গফরগাঁও

চট্টগ্রাম বিভাগ (১৯টি পৌরসভা)

চন্দনাইশ, বাঁশখালী, সন্দ্বীপ, রাউজান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ফরিদগঞ্জ, মতলব, হাজীগঞ্জ, চৌমুহনী, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, নাজিরহাট, বসুরহাট, দাগনভূঞা, রায়পুর, রামগঞ্জ, রামগতি এবং সোনাগাজী

খুলনা বিভাগ (৭টি পৌরসভা)

আলমডাঙ্গা, ভেড়ামারা, কুমারখালী, কেশবপুর, গাংনী, মনিরামপুর এবং মহেশপুর

রাজশাহী বিভাগ (১০টি পৌরসভা)

ভবানীগঞ্জ, নওহাটা, বাঘা, রহনপুর, সাঁথিয়া, কেশরহাট, নজিপুর, সারিয়াকান্দি, শিবগঞ্জ এবং চারঘাট

রংপুর বিভাগ (৩টি পৌরসভা)

পাটগ্রাম, উলিপুর এবং সুন্দরগঞ্জ

সিলেট বিভাগ (৪টি পৌরসভা)

মৌলভীবাজার, ছাতক, কুলাউড়া এবং চুনারুঘাট

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের আওতাভুক্ত পৌরসভা (২৫টি পৌরসভা)

লক্ষ্মীপুর, লাকসাম, নবীনগর, লালমনিরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, রাজবাড়ী, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, মুক্তাগাছা, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, মেহেরপুর, মাগুরা, বেনাপোল, জয়পুরহাট, বেড়া, ঈশ্বরদী, শাহজাদপুর, নীলফামারী, পঞ্চগড়, গোপালগঞ্জ, বরগুনা এবং পিরোজপুর

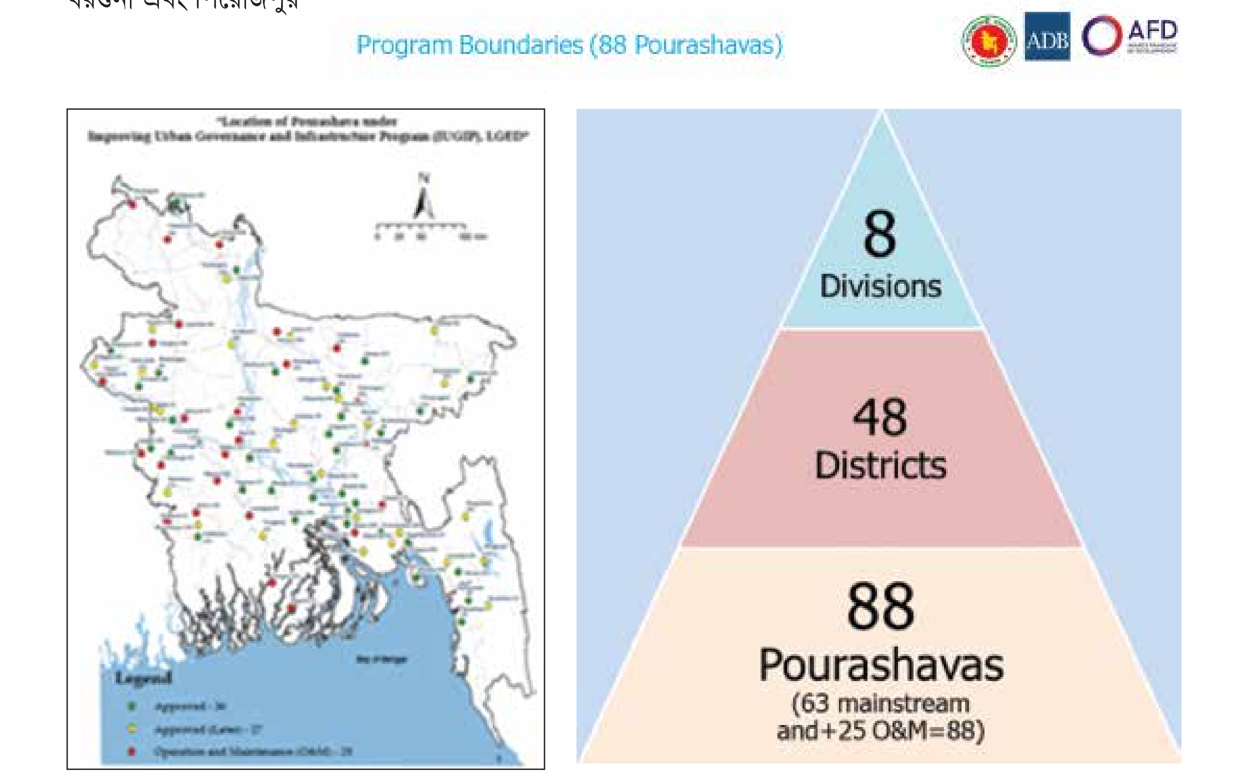

১০। **প্রকল্পের নগর পরিচালন উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার প্রধান কার্যক্রমসমূহ :**

১.	নাগরিক সচেতনতা এবং অংশগ্রহণ;
২.	নগর পরিকল্পনা;
৩.	নারী ও শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমতা ও অন্তর্ভুক্তিকরণ;
৪.	স্থানীয় সম্পদ আহরণ;
৫.	আর্থিক ব্যবস্থাপনা, দায়বদ্ধতা ও স্থায়িত্বশীলতা;
৬.	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (ও অ্যান্ড এম) এবং ব্যবস্থাপনা;
৭.	জরিপকৃত রাস্তা, ড্রেন নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য সম্পদের তালিকা;
৮.	প্রশাসনিক স্বচ্ছতা;
৯.	পৌরসভার প্রয়োজনীয় সেবা সচল রাখা।

১১। প্রকল্পের অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান কার্যক্রমসমূহ

- ৬৩টি পৌরসভায় কমপক্ষে ৯০০ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ;
- ৬৩টি পৌরসভায় কমপক্ষে ১,৫০০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ ও জেন্ডার সংবেদনশীল অবকাঠামো নির্মাণ নিশ্চিত করা ও নিরাপত্তা প্রদান;
- কমপক্ষে ৭টি কমিউনিটিতে জলবায়ু সহনশীল পাবলিক স্পেস নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ;
- ৬৩টি পৌরসভায় কপক্ষে ৫০ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণে নিম্নআয় এলাকা উন্নয়ন নিশ্চিত করা;

২. আইইউজিআইপি প্রকল্পের জন্য আরবান গভর্নেন্স ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান (ইউজিআইএপি)

প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহের পরিচালনা ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়ন ও যথাসময়ে কার্য-সম্পাদনের লক্ষ্যে নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)-এর আওতায় আরবান গভর্নেন্স ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান (ইউজিআইএপি) প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আরবান গভর্নেন্স ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যানে মোট ৯টি কার্যক্রম ও ২৮টি কর্মসূচি রয়েছে। তিনপর্যায়ে ৫ বছর মেয়াদে কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। নিম্নে আরবান গভর্নেন্স ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান (ইউজিআইএপি) বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো :

কার্যক্রম/কর্মতৎপরতা	কর্মসম্পাদনের মাপকাঠি/নির্দেশক			স্কোর
	পর্যায়-১ (২ বছর) অর্থবছর (২০২৩-২৪, ২০২৪-২৫)	পর্যায়-২ (২ বছর) অর্থবছর (২০২৫-২৬, ২০২৬-২৭)	পর্যায়-৩ (১ বছর) অর্থবছর (২০২৭-২৮)	
১. নাগরিক সচেতনতা ও তাদের অংশগ্রহণ				
১. টিএলসিসি গঠন ও কার্যকর রাখা (সূত্র : পৌরসভা আইন ২০০৯-এর ১১৫ ধারা)।	◆ নিয়মানুযায়ী টিএলসিসি গঠন (পৌরসভা আইন ২০০৯); ◆ বছরে কমপক্ষে ২টি সভা অনুষ্ঠিত; ◆ সভার আলোচ্যসূচি ও কার্যবিবরণী প্রণীত ও প্রকাশিত।	◆ নিয়মিত বিরতিতে প্রতি ৩ মাসে অন্তত ১টি সভা অনুষ্ঠিত; ◆ কমপক্ষে ৮০% পুরুষ, ৮০% নারী এবং ৮০% দরিদ্র সদস্য উপস্থিত থাকবে; ◆ সভার কার্যপত্র এবং কার্যবিবরণী প্রণীত ও প্রকাশিত, পৌরসভার ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।	◆ নিয়মিত বিরতিতে সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণে ১০০% সভা অনুষ্ঠিত; ◆ কমপক্ষে ৮৫% পুরুষ, ৮৫% নারী এবং ৮৫% দরিদ্র শ্রেণির সদস্য উপস্থিত; ◆ সভার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে কার্যবিবরণী প্রস্তুত এবং পৌরসভার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত।	৬
২. ওয়ার্ড কমিটি (ডব্লিউসি) গঠন এবং কার্যকর রাখা (সূত্র : পৌরসভা আইন ২০০৯-এর ১৪ ধারা)।	◆ নিয়মানুযায়ী ওয়ার্ড কমিটি (ডব্লিউসি) গঠন (পৌরসভা আইন ২০০৯); ◆ প্রতি ওয়ার্ডে ৩ মাসে অন্তত ১টি সভা অনুষ্ঠিত। ◆ সভা অনুষ্ঠিত, রেকর্ড সংরক্ষিত এবং পৌরসভাকে অবহিতকরণ।	◆ নিয়মিত বিরতিতে প্রতি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ১টি সভা অনুষ্ঠিত; ◆ আলোচনায় ৮০% সদস্যের (নারী, দরিদ্র) অংশগ্রহণ নিশ্চতকরণ; ◆ রেকর্ড সংরক্ষিত, টিএলসিসি এবং পৌরসভাকে অবহিতকরণ।	◆ নিয়মিত বিরতিতে ১০০% ডব্লিউসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে: ◆ আলোচনায় ৯০% সদস্যের (নারী, দরিদ্র) অংশগ্রহণ নিশ্চতকরণ: ◆ রেকর্ড সংরক্ষিত, টিএলসিসি এবং পৌরসভাকে অবহিতকরণ।	৩

কার্যক্রম/কর্মতৎপরতা	কর্মসম্পাদনের মাপকাঠি/নির্দেশক			স্কোর
	পর্যায়-১ (২ বছর) অর্থবছর (২০২৩-২৪, ২০২৪-২৫)	পর্যায়-২ (২ বছর) অর্থবছর (২০২৫-২৬, ২০২৬-২৭)	পর্যায়-৩ (১ বছর) অর্থবছর (২০২৭-২৮)	
৩. নাগরিক সনদ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (সূত্র : পৌরসভা আইন ২০০৯-এর ৫৩ ধারা)।	◆ নাগরিক সনদ প্রণীত যা টিএলসিসি ও পৌর পরিষদে অনুমোদিত; ◆ পৌরসভার অফিসে কমপক্ষে ১টি এবং প্রতিটি ওয়ার্ডের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নাগরিক সনদ প্রদর্শন করতে হবে।	◆ প্রতিটি ওয়ার্ডে ২টি করে নাগরিক সনদ স্থাপন এবং কার্যকর; ◆ পৌরসভার অফিসে অভ্যর্থনা ও সেবা প্রদান কেন্দ্র স্থাপন; ◆ নাগরিক সনদ প্রচারের জন্য কমপক্ষে ১টি যোগাযোগ চ্যানেল (কেবল টিভি, স্থানীয় সংবাদপত্র, ব্রোশিওর ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত)	◆ সমস্ত নাগরিক সনদ স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং কার্যকর; ◆ পৌরসভা অফিসে অভ্যর্থনা এবং সেবা প্রদান কেন্দ্র কার্যকর; ◆ নাগরিক সনদ প্রচারের জন্য কমপক্ষে ২টি যোগাযোগ চ্যানেল (কেবল টিভি, স্থানীয় সংবাদপত্র, ব্রোশিওর ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত)।	৩
৪. তথ্য ও অভিযোগ প্রতিকার সেল (আইজিআরসি) গঠন ও কার্যকর।	◆ পৌরসভা অফিসে অভিযোগ/প্রতিকার বক্স স্থাপন; ◆ নিয়ম অনুযায়ী জিআরসি গঠন; ◆ নিয়মানুযায়ী অভিযোগ/প্রতিকার সেল গঠিত; ◆ প্রয়োজন অনুযায়ী সভা আয়োজিত; ◆ জিআরসি কার্যক্রম টিএলসিসিকে অবহিতকরণ।	◆ অভিযোগ/প্রতিকার বাক্স অব্যহত রাখা; ◆ প্রয়োজন অনুযায়ী সভা আয়োজিত; ◆ সভার সিদ্ধান্ত অভিযোগকারীকে অবহিতকরণ এবং পৌরসভাকে জানানো; ◆ জিআরসির কার্যক্রম টিএলসিসিকে অবহিতকরণ এবং পৌরসভার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা; ◆ অভিযোগ রেজিস্টার থাকা এবং নাগরিকদের নিকট থেকে মোবাইল, ইন্টারনেট ও ফোন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাপ্ত সকল অভিযোগ গ্রহণ এবং রেকর্ডভুক্তকরণ।	◆ অভিযোগ বক্স ব্যবহার; ◆ প্রয়োজন অনুযায়ী জিআরসির সভা করে অভিযোগ নিষ্পত্তি করা; ◆ সভার সিদ্ধান্ত অভিযোগকারীকে অবহিতকরণ এবং পৌরসভাকে জানানো; ◆ জিআরসি কার্যক্রম ওয়েবসাইটে হালনাগাদ রাখা এবং টিএলসিসি সভায় অবহিত করা; ◆ রেজিস্টারের মাধ্যমে এবং মোবাইল, ইন্টারনেট, ফোন ইত্যাদি থেকে অভিযোগ গ্রহণ এবং রেকর্ড রাখা; ◆ মোবাইল, ইন্টারনেট, ফোন ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ গ্রহণ, রেজিস্টারভুক্তকরণ এবং এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা।	৫

কার্যক্রম/কর্মতৎপরতা	কর্মসম্পাদনের মাপকাঠি/নির্দেশক			স্কোর
	পর্যায়-১ (২ বছর) অর্থবছর (২০২৩-২৪, ২০২৪-২৫)	পর্যায়-২ (২ বছর) অর্থবছর (২০২৫-২৬, ২০২৬-২৭)	পর্যায়-৩ (১ বছর) অর্থবছর (২০২৭-২৮)	
২. নগর পরিকল্পনা				
১. পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।	◆ অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পিডিপি প্রণীত; ◆ পিডিপির ব্যাপারে টিএলসিসির সম্মতি গৃহীত এবং পৌরসভা কর্তৃক তা অনুমোদিত; ◆ পিডিপি অনুসারে উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত।	◆ পিডিপি চূড়ান্তকরণ এবং অনুসরণ করা হয়েছে; ◆ পিডিপি, টিএলসিসি সমর্থিত এবং পৌর-পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত; ◆ পিডিপির সঙ্গে সমন্বয় রেখে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ; ◆ পিডিপি অনুসারে উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত।	◆ সকল উন্নয়ন কার্যক্রমে পিডিপি অনুসরণ; ◆ পিডিপি অনুসারে উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত; ◆ উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি টিএলসিসি সভায় আলোচনা করা।	২
২. মাস্টারপ্ল্যান প্রস্তুত এবং অনুসরণ।	◆ একটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাস্টারপ্ল্যান তৈরি; ◆ খসড়া মাস্টারপ্ল্যান টিএলসিসিতে আলোচনা এবং পৌরপরিষদে পর্যালোচনা।	◆ টিএলসিসি এবং আইইউজিআইপির সাথে পরামর্শক্রমে মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্ত করা; ◆ উন্নয়ন কাজের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য মাস্টারপ্ল্যান অনুসরণ করা।	◆ উন্নয়ন কাজের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য মাস্টারপ্ল্যান অনুসরণ করা; ◆ মাস্টারপ্ল্যান গেজেট বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশের জন্য মন্ত্রণালয়ে অনুরোধপত্র প্রেরণ।	২
৩. উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ।	◆ নগর পরিকল্পনা ইউনিট কার্যকর রাখা; ◆ কমপক্ষে ৬০% ইমারত নির্মাণ পুনঃনির্মাণ/ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রমে নিয়ন্ত্রণ আরোপিত; ◆ সরকারি জমিতে (নদী, খাল, খাস জমি ইত্যাদি) অবৈধ দখলের ফলপ্রসূ নিবারণ।	◆ নগর পরিকল্পনা ইউনিট কার্যকর রাখা; ◆ কমপক্ষে ৭০% ইমারত নির্মাণ পুনঃনির্মাণ/ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রমে নিয়ন্ত্রণ আরোপিত; ◆ ১০০% অনুমোদিত ভবন তদারকি করা; ◆ ৯০% সরকারি জমিতে (নদী, খাল, খাস জমি ইত্যাদি) অবৈধ দখলের ফলপ্রসূ নিবারণ।	◆ নগর পরিকল্পনা ইউনিট কার্যকর রাখা; ◆ কমপক্ষে ৮০% ইমারত নির্মাণ পুনঃনির্মাণ/ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রমে নিয়ন্ত্রণ আরোপিত; ◆ ১০০% অনুমোদিত ভবন তদারকি করা; ◆ ১০০% সরকারি জমিতে (নদী, খাল, খাস জমি ইত্যাদি) অবৈধ দখলের ফলপ্রসূ নিবারণ।	৩

কার্যক্রম/কর্মতৎপরতা	কর্মসম্পাদনের মাপকাঠি/নির্দেশক			স্কোর
	পর্যায়-১ (২ বছর) অর্থবছর (২০২৩-২৪, ২০২৪-২৫)	পর্যায়-২ (২ বছর) অর্থবছর (২০২৫-২৬, ২০২৬-২৭)	পর্যায়-৩ (১ বছর) অর্থবছর (২০২৭-২৮)	
৩. নারী ও শহুরে দরিদ্রদের সমতা এবং অন্তর্ভুক্তি				
১. দারিদ্র্য নিরসন এবং জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য দারিদ্র্য নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন এবং নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী) গঠন ও সক্রিয় রাখা (সূত্র : পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৫ ধারা)।	◆ নির্ধারিত নির্দেশনা অনুযায়ী স্থায়ী কমিটি গঠন; ◆ আলোচ্য বিষয় ও কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও প্রকাশসহ নিয়মিত ব্যবধানে সভা আয়োজিত; ◆ প্রাপ (PRAP), এবং জেসিআপ (GESIAP) টিএলসিসি দ্বারা অনুমোদিত; ◆ রাজস্ব বাজেট থেকে কমপক্ষে ২% তহবিল বরাদ্দ করে পরিকল্পনা অনুযায়ী PRAP এবং GESIAP কার্যক্রম বাস্তবায়িত।	◆ নিয়মিত ব্যবধানে আলোচ্যসূচিসহ সভা অনুষ্ঠিত এবং কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও প্রকাশিত; ◆ GESIAP বাস্তবায়নের জন্য বার্ষিক বাজেটের কমপক্ষে ১.৫% ব্যয় করা; ◆ ব্যয়ের ৫০% দরিদ্র নারীদের জীবিকা উন্নয়নে ব্যবহার; ◆ GESIAP বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ।	◆ শতভাগ (১০০%) STC সভা নিয়মিত বিরতিতে অনুষ্ঠিত; ◆ GESIAP বাস্তবায়নের জন্য বার্ষিক বাজেটের কমপক্ষে ২% ব্যয়; ◆ ব্যয়ের ৫০% দরিদ্র নারীদের জীবিকা উন্নয়নে ব্যবহার; ◆ GESIAP বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশিত।	৪
২. নিম্নআয়ের এলাকা উন্নয়নের জন্য নিম্নআয় এলাকা উন্নয়ন কমিটি (LINIC) গঠন।	◆ অগ্রাধিকার অনুযায়ী নিম্নআয় কমিউনিটি নির্বাচন; ◆ নির্বাচিত নিম্নআয় এলাকার কমপক্ষে ৭৫% নারী সদস্যদের নিয়ে LINIC গঠন; ◆ নিয়মিত LINIC-এর সভা আয়োজিত।	◆ নিয়মিত সভা আয়োজিত; ◆ কমপক্ষে ৭৫% নারী নিয়ে LINIC গঠিত এবং প্রকল্পের সহায়তায় CAP প্রস্তুত ও বাস্তবায়িত; ◆ প্রতিটি LINIC-এর অংশীদার/সহযোগী হিসেবে কমপক্ষে একটি এনজিও ও একটি সিএসও থাকতে হবে; ◆ প্রতিটি LINIC-এর অংশীদার/সহযোগী হিসেবে কমপক্ষে একটি এনজিও ও একটি সিএসও থাকতে হবে।	◆ শতভাগ (১০০%) স্থায়ী কমিটির সভা নিয়মিত বিরতিতে অনুষ্ঠিত; ◆ কমপক্ষে ৭৫% নারী নিয়ে LINIC গঠিত এবং প্রকল্পের সহায়তায় CAP প্রস্তুত ও বাস্তবায়িত।	৪

কার্যক্রম/কর্মতৎপরতা	কর্মসম্পাদনের মাপকাঠি/নির্দেশক			স্কোর
	পর্যায়-১ (২ বছর) অর্থবছর (২০২৩-২৪, ২০২৪-২৫)	পর্যায়-২ (২ বছর) অর্থবছর (২০২৫-২৬, ২০২৬-২৭)	পর্যায়-৩ (১ বছর) অর্থবছর (২০২৭-২৮)	
৪. স্থানীয় সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি				
১. হোল্ডিং ট্যাক্সের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ।	◆ প্রতি ৫ বছর পরপর নিয়মিত কর নির্ধারণ সম্পন্ন; প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী প্রতিবছর কর নির্ধারণ সুসম্পন্ন; ◆ বকেয়াসহ হোল্ডিং ট্যাক্স সংগ্রহ বৃদ্ধি (কমপক্ষে চাহিদার ৭০%)।	◆ প্রতি ৫ বছর পরপর নিয়মিত কর নির্ধারণ সম্পন্ন; প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী প্রতিবছর কর নির্ধারণ সম্পন্ন; ◆ বকেয়াসহ হোল্ডিং ট্যাক্স সংগ্রহ বৃদ্ধি (কমপক্ষে চাহিদার ৮৫%); ◆ প্রধান কর খেলাপিদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গৃহীত; ◆ ট্যাক্সের জন্য আলাদা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রাখা।	◆ আদর্শ কর তফসিল ২০১৪ অনুসরণ করে সময়সূচি অনুযায়ী অ্যাসেসমেন্ট করা; ◆ বকেয়াসহ হোল্ডিং ট্যাক্স সংগ্রহ বৃদ্ধি (কমপক্ষে চাহিদার ৯০%); ◆ প্রধান কর খেলাপীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গৃহীত; ◆ ট্যাক্সের আলাদা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রাখা।	৬
২. পরোক্ষ কর এবং ফি আদায়ের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ (হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যতীত)।	◆ পরোক্ষ কর, ফি, ভাড়া, ইজারার টাকা বৃদ্ধি করে বকেয়াসহ কমপক্ষে ৯০% আদায় করা।	◆ পরোক্ষ কর, ফি, ভাড়া, ইজারার টাকা বৃদ্ধি করে কমপক্ষে অফিসিয়াল মুদ্রাস্ফীতিসহ ১০০% আদায় করা; ◆ প্রতি ৩ বছর পর পর দোকানের ভাড়া পর্যালোচনা করা; ◆ ট্যাক্সের নতুন উৎস চিহ্নিত ও প্রয়োগ।	◆ পরোক্ষ কর, ফি, ভাড়া, ইজারার টাকা বৃদ্ধি করে কমপক্ষে অফিসিয়াল মুদ্রাস্ফীতিসহ ১০০% আদায় করা; ◆ কমপক্ষে ৩০% বৃদ্ধি করে দোকানের ভাড়া পর্যালোচনা করা; ◆ ট্যাক্সের নতুন উৎস চিহ্নিত ও প্রয়োগ।	৬
৩. কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স (কর) রেকর্ড ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে বিল প্রণয়ন।	◆ কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স রেকর্ড সফটওয়ার স্থাপিত এবং ডাটাবেইজ প্রণীত; ◆ কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স বিল গ্রাহকদের নিকট সরবরাহকৃত।	◆ ১০০% হোল্ডিং ট্যাক্সসহ কম্পিউটারাইজড ডাটাবেইজ আপডেট করা; ◆ কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স বিল উৎপাদিত এবং গ্রাহকদের নিকট সরবরাহকৃত।	◆ অন্তর্বর্তীকালীন এবং রি-অ্যাসেসমেন্টসহ কম্পিউটারাইজড হোল্ডিং ট্যাক্স ডেটাবেইজ আপডেট অব্যাহত রাখা; ◆ কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স বিল উৎপাদিত এবং গ্রাহকদের নিকট সরবরাহকৃত।	৩

কার্যক্রম/কর্মতৎপরতা	কর্মসম্পাদনের মাপকাঠি/নির্দেশক			স্কোর
	পর্যায়-১ (২ বছর) অর্থবছর (২০২৩-২৪, ২০২৪-২৫)	পর্যায়-২ (২ বছর) অর্থবছর (২০২৫-২৬, ২০২৬-২৭)	পর্যায়-৩ (১ বছর) অর্থবছর (২০২৭-২৮)	
৪. পানির বিল নির্ধারণ ও সংগ্রহ।	◆ ট্যারিফ বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা প্রণীত; ◆ সম্পদের তালিকা প্রণীত ও প্রকাশিত; ◆ ব্যাংকের মাধ্যমে পানির বিল সংগ্রহের ব্যবস্থা প্রবর্তিত।	◆ পানির বিল পর্যালোচনা করা এবং রেট নির্ধারণ করা সফল পৌরসভার অনুশীলন অনুসরণ করা; ◆ পানির ট্যারিফ আদায়ের দক্ষতা ৮০% পর্যন্ত অর্জিত; ◆ পানির সংযোগ কমপক্ষে ৫০% মিটারে থাকবে; ◆ ঘনমিটার অনুযায়ী পানির বিল নির্ধারণ পদ্ধতি প্রবর্তিত; ◆ কম্পিউটারাইজড পদ্ধতি/ব্যাংকের মাধ্যমে পানির বিল সংগ্রহ; ◆ পানি শাখায় কোনো ভর্তুকি নয়।	◆ বিল পর্যালোচনা করা এবং যথাযথ হার নির্ধারণ করা; ◆ পানির বিল কমপক্ষে ৯০% অর্জিত; ◆ পানির সংযোগ কমপক্ষে ৭০% মিটারে দেওয়া; ◆ ঘনমিটার অনুযায়ী পানির বিল নির্ধারণ পদ্ধতি প্রবর্তিত; ◆ কম্পিউটারাইজড পদ্ধতি/ব্যাংকের মাধ্যমে পানির বিল সংগ্রহ; ◆ পানি শাখায় কোনো ভর্তুকি না দেওয়ার কৌশল অব্যাহত রাখা।	৩
৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনা, দায়বদ্ধতা এবং স্থায়িত্বশীলতা				
১. সংস্থাপন ও অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে সম্পৃক্ত করে পৌরসভার বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন (সূত্র : পৌরসভা আইন ২০০৯-এর ধারা ৫৫)।	◆ নাগরিকবৃন্দ ও টিএলসিসির মন্তব্য ও পরামর্শ অনুযায়ী আনুমানিক বাজেট পরিবর্তিত; ◆ পৌরপরিষদ কর্তৃক বার্ষিক বাজেট অনুমোদন।	◆ বার্ষিক বাজেট চূড়ান্ত এবং অনুসরণ করা; ◆ বাজেট ট্রাকিং অনুশীলন।	◆ বার্ষিক বাজেট বাস্তবায়ন; ◆ বাজেট ট্রাকিং অনুশীলন চালিয়ে যাওয়া।	২

কার্যক্রম/কর্মতৎপরতা	কর্মসম্পাদনের মাপকাঠি/নির্দেশক			স্কোর
	পর্যায়-১ (২ বছর) অর্থবছর (২০২৩-২৪, ২০২৪-২৫)	পর্যায়-২ (২ বছর) অর্থবছর (২০২৫-২৬, ২০২৬-২৭)	পর্যায়-৩ (১ বছর) অর্থবছর (২০২৭-২৮)	
২. হিসাব ও নিরীক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে সম্পৃক্ত করে হিসাবের অডিট (নিরীক্ষা) সম্পন্ন করা (সূত্র : পৌরসভা আইন ২০০৯-এর ধারা ৫৫)।	◆ বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী প্রস্তুত; ◆ বছরে একবার হিসাব ও নিরীক্ষার কাজ সম্পাদিত ও প্রতিবেদন প্রণীত; ◆ স্থায়ী কমিটি কর্তৃক প্রণীত নিরীক্ষা প্রতিবেদন টিএলসিসি ও পৌরপরিষদে উপস্থাপন এবং ৩ মাসের পিএমইউ'র কাছে প্রেরণ।	◆ বার্ষিক হিসাব এবং ব্যয়ের বিবরণী প্রস্তুত করা ও চালিয়ে যাওয়া; ◆ আর্থিক বছর শেষে তিন মাসের মধ্যে বার্ষিক নিরীক্ষার কাজ চালিয়ে যাওয়া; ◆ টিএলসিটি এবং পৌরপরিষদে আলোচনা করে অডিট রিপোর্ট প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসে (পিএমইউ) পাঠানোর কাজ চালিয়ে যাওয়া।	◆ হিসাব এবং ব্যয়ের বিবরণী; ◆ আর্থিক বছর শেষে তিন মাসের মধ্যে বার্ষিক নিরীক্ষার কাজ চালিয়ে যাওয়া; ◆ স্থায়ী কমিটি কর্তৃক নিরীক্ষা প্রতিবেদন টিএলসিসি ও পৌরপরিষদে উপস্থাপন, পৌর ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং ৩ মাসের মধ্যে পিএমইউ-এর নিকট প্রেরিত।	৫
৩. কম্পিউটারভিত্তিক হিসাব ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারে প্রস্তুতকৃত হিসাব প্রতিবেদন প্রণয়ন।	◆ কম্পিউটারের মাধ্যমে হিসাব ব্যবস্থা প্রবর্তিত।	◆ নিবেদিত এবং প্রশিক্ষিত স্টাফ; ◆ কম্পিউটারের মাধ্যমে হিসাব প্রতিবেদন প্রণীত।	◆ নিবেদিত স্টাফরা সিস্টেম কার্যকর রাখার জন্য কাজ করছে; ◆ কম্পিউটারাইজড অ্যাকাউন্টিং রিপোর্ট তৈরির কাজ অব্যাহত রাখা।	২
৪. স্টাফদের বেতন, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল এবং ঋণ পরিশোধ।	◆ স্টাফ বেতন ১০০%, বর্তমান এবং বকেয়া বিদ্যুৎ, টেলিফোন বিল এবং ঋণ পরিশোধ ৭০%।	◆ স্টাফ বেতন ১০০%, বর্তমান এবং বকেয়া বিদ্যুৎ, টেলিফোন বিল এবং ঋণ পরিশোধ কমপক্ষে ৮০%।	◆ স্টাফ বেতন ১০০%, বর্তমান এবং বকেয়া বিদ্যুৎ, টেলিফোন বিল এবং ঋণ পরিশোধ কমপক্ষে ৯০%।	৭
৫. স্থায়ী সম্পদের তালিকা প্রণয়ন, স্থায়ী সম্পদের জন্য রেজিস্টার খোলা, স্থায়ী সম্পদের জন্য ডাটাবেইজ তৈরি এবং স্থায়ী সম্পদের অবচয়ের হিসাব প্রবর্তন।	◆ স্থায়ী সম্পদের তালিকা হালনাগাদকরণ; ◆ সম্পত্তি ও ইজারার মূল্য নিয়মিত হালনাগাদ ও বৃদ্ধিকরণ; ◆ স্থায়ী-সম্পদের ডাটাবেইজ প্রণীত ও ব্যবহৃত।	◆ স্থায়ী সম্পদের তালিকা হালনাগাদ করা; ◆ সম্পত্তির ও ইজারার মূল্য নিয়মিত হালনাগাদ ও বৃদ্ধিকরণ; ◆ স্থায়ী সম্পদের ডাটাবেইজ অব্যাহত রাখা; ◆ স্থায়ী সম্পদের অবচয়ের হিসাব প্রবর্তিত; ◆ স্থায়ী সম্পদের বিপরীতে ১০% অবচয় তহবিলে রাখা।	◆ স্থায়ী সম্পদের তালিকা হালনাগাদকরণ; ◆ সম্পত্তি ও ইজারার মূল্য নিয়মিত হালনাগাদ ও বৃদ্ধিকরণ; ◆ স্থায়ী সম্পদের ডাটাবেইজ অব্যাহত রাখা; ◆ স্থায়ী সম্পদের অবচয়ের হিসাব প্রবর্তিত; ◆ স্থায়ী সম্পদের বিপরীতে ১০% অবচয় তহবিলে রাখা।	২

কার্যক্রম/কর্মতৎপরতা	কর্মসম্পাদনের মাপকাঠি/নির্দেশক			স্কোর
	পর্যায়-১ (২ বছর) অর্থবছর (২০২৩-২৪, ২০২৪-২৫)	পর্যায়-২ (২ বছর) অর্থবছর (২০২৫-২৬, ২০২৬-২৭)	পর্যায়-৩ (১ বছর) অর্থবছর (২০২৭-২৮)	
৬. পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ (ও অ্যান্ড এম) এবং ব্যবস্থাপনা				
১. বার্ষিক বাজেটের ২৫% বিধানসহ জেন্ডার কার্যক্রমের বার্ষিক অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ (ও অ্যান্ড এম) পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।	◆ অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ (ও অ্যান্ড এম) পরিকল্পনা অনুমোদিত, বাস্তবায়িত এবং পৌরসভার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা; ◆ প্রতিবছর কমপক্ষে রাজস্ব বাজেট ১০% অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ (ও অ্যান্ড এম)-এর জন্য ব্যয় করা; ◆ টিএলসিসির সন্তুষ্টির মাত্রা ৮০% এবং তার বেশি।	◆ অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ (ও অ্যান্ড এম) পরিকল্পনা অনুমোদিত, বাস্তবায়িত এবং পৌরসভার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা; ◆ প্রতিবছর কমপক্ষে রাজস্ব বাজেট ১৫% অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ (ও অ্যান্ড এম) এর জন্য ব্যয় করা; ◆ টিএলসিসির সন্তুষ্টির মাত্রা ৯০% এবং তার বেশি।	◆ অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ (ও অ্যান্ড এম) পরিকল্পনা অনুমোদিত, বাস্তবায়িত এবং পৌরসভার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা; ◆ প্রতিবছর কমপক্ষে রাজস্ব বাজেট ২০% অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ (ও অ্যান্ড এম)- এর জন্য ব্যয় করা; ◆ টিএলসিসি'র সন্তুষ্টির মাত্রা ৯৫% এবং তার বেশি।	৪
২. অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মোবাইল মেইনটেন্যান্স টিম (এমএমটি) কার্যকর রাখা।	◆ অগ্রাধিকার-ভিত্তিতে ও অ্যান্ড এম কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তহবিল বরাদ্দ রাখা; ◆ মোবাইল মেইনটেন্যান্স টিম কার্যকর; ◆ টিএলসিসি'র সন্তুষ্টির মাত্রা কমপক্ষে ৮০% মূল্যায়ন কর।	◆ অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ (ও অ্যান্ড এম) পরিকল্পনা হালনাগাদ এবং বাস্তবায়ন চলমান; ◆ অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ (ও অ্যান্ড এম) কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে কার্যকর; ◆ মোবাইল মেইনটেন্যান্স টিম কার্যকর; ◆ টিএলসিসির সন্তুষ্টির মাত্রা কমপক্ষে ৯০% এবং তার বেশি; ◆ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ব্যয়ের অনুপাত বজায় রাখা।	◆ অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ (ও অ্যান্ড এম) পরিকল্পনা আপডেট এবং বাস্তবায়ন চলমান; ◆ অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ (ও অ্যান্ড এম) কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে কার্যকর; ◆ মোবাইল মেইনটেন্যান্স টিম কার্যকর; ◆ টিএলসিসির সন্তুষ্টির মাত্রা ৯৫% এবং ত্রৈমাসিক-ভিত্তিতে ব্যয়ের অনুপাত বজায় রাখা।	৪

কার্যক্রম/কর্মতৎপরতা	কর্মসম্পাদনের মাপকাঠি/নির্দেশক			স্কোর
	পর্যায়-১ (২ বছর) অর্থবছর (২০২৩-২৪, ২০২৪-২৫)	পর্যায়-২ (২ বছর) অর্থবছর (২০২৫-২৬, ২০২৬-২৭)	পর্যায়-৩ (১ বছর) অর্থবছর (২০২৭-২৮)	
৭. জরিপকৃত রাস্তা, ড্রেন নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য সম্পদের তালিকা				
১. রাস্তা ও ড্রেন নেটওয়ার্কের অবস্থা জরিপ করা এবং নথিভুক্তকরণ।	◆ সকল রাস্তা-ড্রেন নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য সম্পদের অবস্থা জরিপ করা।	◆ সকল রাস্তা-ড্রেন নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য সম্পদের অবস্থা জরিপ করা এবং জিআইএস ব্যবহার করে আইডিসহ পৌরসভার বেইজ ম্যাপে দেখানো; ◆ রাস্তা ও ড্রেনের একটি তালিকা প্রস্তুত করা এবং বার্ষিক হালনাগাদকরণ।	◆ পৌরসভার বেইজ ম্যাপ হালনাগাদ করা এবং রাস্তা-ড্রেন নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য সম্পদের তালিকা করা।	৪
৮. প্রশাসনিক স্বচ্ছতা				
১. স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যকর রাখা (সূত্র : পৌরসভা আইন ২০০৯-এর ধারা ৫৫)।	◆ নিয়মিত ব্যবধানে স্থায়ী কমিটির সভা আয়োজিত; ◆ সভার আলোচ্য বিষয় এবং কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও টিএলসিসিকে অবহিতকরণ।	◆ নিয়মিত ব্যবধানে স্থায়ী কমিটির সভা আয়োজিত; ◆ সভার আলোচ্য বিষয় এবং কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও টিএলসিসিকে অবহিতকরণ।	◆ নিয়মিত ব্যবধানে স্থায়ী কমিটির সভা আয়োজন অব্যাহত রাখা; ◆ সভার আলোচ্য বিষয় এবং কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও টিএলসিসিকে অবহিতকরণ।	২
২. সকল প্রশিক্ষণ কার্মসূচি বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ ও সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকরণ।	◆ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ; ◆ পৌরসভার নিজস্ব বাজেট থেকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন।	◆ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ চালিয়ে যাওয়া; ◆ পৌরসভার নিজস্ব বাজেট থেকে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ; কমপক্ষে ৭০% ব্যবহৃত।	◆ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ চালিয়ে যাওয়া; ◆ পৌরসভার নিজস্ব বাজেট থেকে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে কমপক্ষে ৮০% ব্যয়।	২
৩. সুশাসনের জন্য উন্নত তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) ব্যবহার করা (সূত্র : পৌরসভা আইন ২০০৯-এর ধারা ৫৪)।	◆ পৌরসভার ওয়েবসাইট সক্রিয় এবং ব্যবহৃত; ◆ সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য আপলোড এবং নিয়মিত হালনাগাদকৃত।	◆ পৌরসভার ওয়েবসাইট সক্রিয় এবং ব্যবহৃত; ◆ সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য (TLCC, LINIC, PRAP, GESIAP, বার্ষিক বাজেট এবং অডিট রিপোর্ট ইত্যাদি) নিয়মিত হালনাগাদকরণ।	◆ প্রাসঙ্গিক তথ্যের আপডেট কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং সঠিকভাবে ব্যবহৃত; ◆ সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য (TLCC, LINIC, PRAP, GESIAP, বার্ষিক বাজেট এবং অডিট রিপোর্ট ইত্যাদি) হালনাগাদকরণের কাজ চালিয়ে যাওয়া।	

কার্যক্রম/কর্মতৎপরতা	কর্মসম্পাদনের মাপকাঠি/নির্দেশক			স্কোর
	পর্যায়-১ (২ বছর) অর্থবছর (২০২৩-২৪, ২০২৪-২৫)	পর্যায়-২ (২ বছর) অর্থবছর (২০২৫-২৬, ২০২৬-২৭)	পর্যায়-৩ (১ বছর) অর্থবছর (২০২৭-২৮)	
৯. পৌরসভার প্রয়োজনীয় সেবা সচল রাখা				
১. বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনা।	◆ বাজেট বরাদ্দসহ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত; ◆ মূল এলাকায় নিয়মিত বর্জ্য সংগৃহীত; ◆ টিএলসিসির সন্তুষ্টির মাত্রা যাচাই।	◆ বাজেট বরাদ্দসহ কর্মপরিকল্পনা প্রণীত ও বাস্তবায়িত; ◆ মূল এলাকায় বর্জ্য নিয়মিত সংগৃহীত এবং নিরাপদ স্থানে অপসারিত (অগ্রগতি সঠিক পথে চলমান); ◆ বাজেটের কমপক্ষে ৭০% ব্যবহৃত; ◆ স্যানিটারি ল্যান্ডফিলের জন্য (ও অ্যান্ড এম) কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা (যদি থাকে); ◆ টিএলসিসি সন্তুষ্টির মাত্রা কমপক্ষে ৭৫%।	◆ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন; ◆ বর্জ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত; ◆ বাজেটের কমপক্ষে ৮০% ব্যবহৃত; ◆ স্যানিটারি ল্যান্ডফিল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন (যদি থাকে); ◆ টিএলসিসির সন্তুষ্টির মাত্রা কমপক্ষে ৮৫%।	৪
২. ড্রেন পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ।	◆ বাজেট বরাদ্দসহ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত; ◆ প্রাইমারি ড্রেন নিয়মিত পরিষ্কার; ◆ টিএলসিসির সন্তুষ্টির মাত্রা যাচাই করা।	◆ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন; ◆ নিয়মিত প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি ড্রেন পরিষ্কার করা; ◆ টিএলসিসির সন্তুষ্টির মাত্রা যাচাই করা; ◆ বাজেট বরাদ্দের ৭৫% ব্যয়; ◆ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ব্যয়ের অনুপাত বজায় রাখা।	◆ কর্মপরিকল্পনা নিয়মিত হালনাগাদ এবং বাস্তবায়ন; ◆ নিয়মিত প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি ড্রেন পরিষ্কার করা; ◆ টিএলসিসির সন্তুষ্টির মাত্রা যাচাই; ◆ বাজেট বরাদ্দের ৮০% ব্যয়; ◆ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ব্যয়ের অনুপাত বজায় রাখা।	৪

কার্যক্রম/কর্মতৎপরতা	কর্মসম্পাদনের মাপকাঠি/নির্দেশক			স্কোর
	পর্যায়-১ (২ বছর) অর্থবছর (২০২৩-২৪, ২০২৪-২৫)	পর্যায়-২ (২ বছর) অর্থবছর (২০২৫-২৬, ২০২৬-২৭)	পর্যায়-৩ (১ বছর) অর্থবছর (২০২৭-২৮)	
৩. সড়কবাতি কার্যকর রাখার ব্যবস্থা।	◆ বাজেট বরাদ্দসহ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত; ◆ সড়ক বাতি ৭০% কার্যকর রাখা; ◆ টিএলসিসির সন্তুষ্টির মাত্রা যাচাই।	◆ বাজেট বরাদ্দসহ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন; ◆ সড়ক বাতি ৮৫% কার্যকর রাখা; ◆ টিএলসিসির সন্তুষ্টির মাত্রা যাচাই; ◆ বাজেট বরাদ্দের ৮০% ব্যয়; ◆ ত্রৈমাসিক ব্যয়ের অনুপাত বজায় রাখা।	◆ পরিকল্পনা এবং বাজেট ব্যবহার; ◆ সড়ক বাতি ৯৫% কার্যকর রাখা; ◆ টিএলসিসির সন্তুষ্টির মাত্রা যাচাই; ◆ বাজেট বরাদ্দের ৮০% ব্যয়; ◆ ত্রৈমাসিক ব্যয়ের অনুপাত বজায় রাখা।	৩
৪. স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা।	◆ বাজেট বরাদ্দসহ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন; ◆ পাবলিক টয়লেট কার্যকর এবং পরিষ্কার; ◆ টিএলসিসির সন্তুষ্টির মাত্রা যাচাই।	◆ বাজেট বরাদ্দসহ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন; ◆ পাবলিক টয়লেট কার্যকর এবং পরিষ্কার; ◆ মনুষ্য-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু; ◆ টিএলসিসির সন্তুষ্টির মাত্রা যাচাই; ◆ বাজেট বরাদ্দের ৭৫% ব্যয় করা; ◆ ত্রৈমাসিক ব্যয়ের অনুপাত বজায় রাখা।	◆ পরিকল্পনা এবং বাজেট অনুসরণ; ◆ পাবলিক টয়লেট কার্যকর এবং পরিষ্কার রাখার কাজ চালিয়ে যাওয়া; ◆ মনুষ্য-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুরু; ◆ টিএলসিসির সন্তুষ্টির মাত্রা যাচাই; ◆ বাজেট বরাদ্দের ৮০% ব্যয় করা; ◆ ত্রৈমাসিক ব্যয়ের অনুপাত বজায় রাখা।	৩
			সর্বমোট	১০০

উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনার প্রথম কর্মতৎপরতা হলো পৌরসভার কার্যক্রম বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং পৌরবাসীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। পৌরবাসীর কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি) গঠন ও এর কার্যক্রমকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। টিএলসিসির কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

৩. শহর সমন্বয় কমিটি গঠন ও কার্যপরিধি বিষয়ক প্রশিক্ষণের পটভূমি

পৌরসভার সেবামূলক কাজ ও অন্যান্য কাজে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং পৌরপর্যায়ে জবাবদিহিমূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯-এর ১১৫ ধারায় বাংলাদেশের সকল পৌরসভায় টিএলসিসি গঠন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। টিএলসিসি সদস্য সংখ্যা হবে ৫০ জন। সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন মেয়র, কাউন্সিলর, সিইও/পিএনও ছাড়াও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, পেশাজীবী প্রতিনিধি, শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং এনজিও (বেসরকারি সংস্থা) প্রতিনিধি। শহর সমন্বয় কমিটি সদস্যদের কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান এবং জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পৌরসভার সার্বিক কার্যক্রমে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে এ প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩.১ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

এ প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ :

- ❖ শহর সমন্বয় কমিটির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ❖ শহর সমন্বয় কমিটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ❖ শহর সমন্বয় কমিটির গঠন কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন;
- ❖ শহর সমন্বয় কমিটির কার্যপরিধি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ❖ শহর সমন্বয় কমিটিকে গতিশীল করার উপায়সমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
- ❖ সভা পরিচালনার নিয়মাবলি চিহ্নিত করতে পারবেন।

প্রতিপাদ্য : টিএলসিসির গঠন কাঠামো ও কার্যপরিধি অবহিতকরণ।

৩.২ প্রশিক্ষণের নিয়মাবলি যা মেনে চলা আবশ্যক

- ❖ সময় মেনে চলব;
- ❖ মনোযোগ দিয়ে শুনব;
- ❖ প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করব;
- ❖ পাশাপাশি কথা বলব না;
- ❖ একে অপরকে সহযোগিতা করব;
- ❖ একসাথে একজনের বেশি কথা বলব না;
- ❖ একে অপরকে সম্মান করব;
- ❖ বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর প্রাধান্য পাবে;
- ❖ খোলা মন নিয়ে আলোচনা করব;
- ❖ মোবাইল ফোন সাইল্যান্ট রাখব;

৪. শহর সমন্বয় কমিটির (টিএলসিসি) সাংবিধানিক ও আইনগত ভিত্তি

সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৫৯

সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ নম্বর অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য হলো ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ নীতি বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করা। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হাত থেকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তরের প্রক্রিয়াকে বিকেন্দ্রীকরণ বলে। এর অর্থ হলো স্থানীয় পর্যায়ে

সরকার গঠন করা। ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারি ক্ষমতা ও দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে।

বিকেন্দ্রীকরণের ফলে প্রশাসন জনগণের কাছাকাছি চলে আসে এবং জনগণকে রাজনৈতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত হবে। ফলে অংশগ্রহণভিত্তিক তৃণমূল স্তরের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ নীতি হলো এমন এক ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনিক পদ্ধতি যেখানে সিদ্ধান্তগ্রহণের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা কেন্দ্রের বাইরে অথবা প্রশাসনিক পদসোপানের অধস্তন পর্যায়ে স্থানান্তর করা হয়। বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে মাঠপর্যায়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ নীতি প্রণয়ণের ক্ষেত্রে আরও স্বাধীনতা, দায়িত্ববোধ ও দ্রুততা নিশ্চিত করা।

বিকেন্দ্রীকরণ সবসময় কাঙ্ক্ষিত নাও হতে পারে। যে ক্ষেত্রে অধস্তন পর্যায়ে যোগ্য জনশক্তির অভাব রয়েছে এবং পণ্য বা সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মেধা, দক্ষতা, মান এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিকল্পনার প্রয়োজন সেসব ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ সুফল বয়ে নাও আনতে পারে। ইউলিয়াম এইচ নিউমেন তাঁর বই Administrative Action- গ্রন্থে কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে ৪ ধরনের বিকল্প সাংগঠনিক বিন্যাসের কথা বলেছেন। যথা :

- ক) কেন্দ্রীভূত প্রশাসন
- খ) সীমাবদ্ধ (Limited) বিকেন্দ্রীকরণ
- গ) হস্তান্তরিত কর্তৃত্ব (Delegated Authority)
- ঘ) নিচ থেকে উর্ধ্বমুখী প্রশাসন (Bottom-up Administration)

ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ কেন ঘটছে, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশে, সে বিষয়ে জাঁ ক্লদ গার্সিয়া জামর (Jean-Claude Garcia-Jamor) চারটি কারণ নির্দেশ করেছেন। যেমন :

১. প্রথমত, উন্নয়নশীল দেশগুলোর আমলাতন্ত্র বা সিভিল সার্ভিস সদস্যদের আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাবের কারণে প্রশাসনের উপরের স্তরে ক্ষমতার কেন্দ্রায়ন ঘটেছে;
২. দ্বিতীয়ত, সরকারের ধারণা জন্মে যে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে;
৩. তৃতীয়ত, নিম্নস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সম্পর্কে উপরের স্তরে আস্থার অভাব রয়েছে।
৪. চতুর্থত, ঔপনিবেশিক শাসন আমলের রেশ এখনও বজায় রয়েছে।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে নিচের স্তরেও বিকেন্দ্রীকৃত ক্ষমতা ভোগ করার সামর্থ্যের অভাব রয়েছে।

স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা

ব্যাখ্যা : স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা

৬০ অনুচ্ছেদ

সংবিধানে ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানগুলোকে অর্থাৎ স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে পূর্ণ কার্যকর করার উদ্দেশ্য সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুত করা ও নিজস্ব তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করতে পারবেন মর্মে বিধান করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে সংসদ এখনও পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি আইন প্রণয়ন করেছে। যেমন :

১. স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯
২. স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯
৩. স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯।

সংবিধান স্থানীয় সরকারের হাতে করারোপ করার ক্ষমতাও প্রদান করেছে। করারোপ বলতে সাধারণ স্থানীয় বা বিশেষ যেকোনো কর, খাজনা, শুল্ক বা বিশেষ করের আরোপ অন্তর্ভুক্ত হবে; এবং 'কর' বলতে সেরকম অর্থ বুঝাবে। কর হলো সরকারি রাজস্বের একটি প্রধান উৎস, যা দ্বারা দেশের রাজস্ব ও উন্নয়নমূলক ব্যয় নির্বাহ করা হয় এবং যার মাধ্যমে দেশে আয়ের পুনর্বণ্টন, মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা, ক্ষতিকর ভোগ নিরুৎসাহিতকরণ ইত্যাদি আর্থসামাজিক উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ল্যাটিন শব্দ 'ট্যাক্সার' ব্যুৎপত্তিগতভাবে ইংরেজি 'ট্যাক্স' শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যার অর্থ আদায় করা। অভিধানে কর শব্দের অর্থ হলো রাষ্ট্র কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে আদায়কৃত আর্থিক অবদান। কর কোনো অর্থদণ্ড নয় তবে এ হলো পূর্বনির্ধারিত পদ্ধতিতে বেসরকারি খাত থেকে সরকারি খাতে বাধ্যতামূলক স্থানান্তরিত সম্পদ।

৫. শহর সমন্বয় কমিটির (টিএলসিসি) ধারণা ও আইনগত ভিত্তি

- ❖ বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯-এ বাংলাদেশের প্রত্যেকটি পৌরসভায় টিএলসিসি গঠন বাধ্যতামূলক করা হয়।
- ❖ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯-এর ১১৫ ধারায় পৌরসভার সেবামূলক কাজ ও অন্যান্য কাজের বিষয়ে জনগণের মতামত ও অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রতিটি পৌরসভায় টিএলসিসি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে।
- ❖ বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগ ২০১১ সালের ৯ মার্চ তারিখে ৪৬.০৬৩.০২২.০১.০০.০০১.২০১১-২৫৮ নং স্মারকে পৌরসভা ও ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিটি গঠন ও পরিচালনার জন্য অফিস আদেশ জারি করে।

উক্ত অফিস আদেশ মোতাবেক পৌরসভা পর্যায়ের কমিটিকে শহর সমন্বয় কমিটি এবং ওয়ার্ড পর্যায়ের কমিটিকে ওয়ার্ড কমিটি নামকরণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে ২০১২ সালে (বিধিমালা ২০১২, তারিখ ১৯ জুন) পরিপত্রের বলে এই কমিটি ওয়ার্ড কমিটি নামে পরিচিত হয়।

৬. পৌরসভা পর্যায়ে শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি) গুরুত্ব

১. পৌর পর্যায়ে জবাবদিহিতামূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা;

২. পৌরসভার সেবামূলক কাজ ও অন্যান্য কাজে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

৩. পৌর উন্নয়ন পরিকল্পনা, বিনিয়োগ, বাজেট এবং সর্বোপরি পৌরসভার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় নাগরিক সমাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

৪. পৌরসভা কর্মকাণ্ডে আইনের শাসন নিশ্চিত করা;

৫. কার্যকর এবং দক্ষ পৌরসভা প্রতিষ্ঠা করা;

৬. পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কেন্দ্রীয় ফোরাম হিসেবে কাজ করা;

৭. পৌরসভা কার্যক্রম গতিশীল করা;

৮. পৌরসভায় সমতাভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা;

৯. পৌরকর ধার্য ও আদায়ে জনগণের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি করা;

১০. উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জনগণের সুপারিশ, অংশগ্রহণ ও মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ বৃদ্ধি করা;

১১. সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী ও দরিদ্র মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা এবং সিদ্ধান্তসমূহ নারী ও দরিদ্রবান্ধব করা;

১২. পৌরসভা কর্মকাণ্ডের প্রতি নাগরিকদের মধ্যে আন্তরিকতা বৃদ্ধির পরিবেশ সৃষ্টি করা;

১৩. সর্বোপরি পৌরসভার কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;

১৪. পৌরসভার সকল কমিটি কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করার সুযোগ সৃষ্টি করা;

১৫. জাতীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।

সুশাসন সম্পর্কিত বিশ্বব্যাংকের নির্দেশিত বৈশিষ্ট্যসমূহ

৭. শহর সমন্বয় কমিটির (টিএলসিসি) গঠন কাঠামো

নিম্নোক্তভাবে টিএলসিসি গঠিত হবে [স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯-এর ১১৫ ধারা]

১	মেয়র		চেয়ারপার্সন
২	কাউন্সিলর (মেয়র কর্তৃক নির্ধারিত)	অনধিক ১২ জন	সদস্য
৩	সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসন, এলজিইডি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, গণপূর্ত, সমাজসেবা, সমবায়, টিএন্ডটি)	০৮ জন	সদস্য
৪	পেশাজীবী প্রতিনিধি (শিক্ষাসেবী, সংস্কৃতিক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক)	০৫ জন	সদস্য
৫	এনজিও (বেসরকারি সংস্থা) প্রতিনিধি	০৪ জন	সদস্য
৬	নাগরিক সমাজ	১২ জন	সদস্য
৭	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি	০৭ জন	সদস্য
৮	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা	১জন	সদস্য-সচিব
	মোট সদস্য সংখ্যা	**৫০ জন**[১]	

টিএলসিসি গঠনের সময় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অনুসরণ করতে হবে

১. প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ০১-০৩ জন সদস্য মনোনীত করা;
২. কমপক্ষে মোট সদস্যের ৩ ভাগের ১ ভাগ (অর্থাৎ কমপক্ষে ১৭ জন) নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা;
৩. টিএলসিসির সদস্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচনের পূর্বে সম্ভাব্য যোগ্য নাগরিকদের সাথে যোগাযোগ করে সদস্য পদে অন্তর্ভুক্তিতে তাদের আগ্রহ জানা; এবং
৪. প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে সহযোগী প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা।

আইইউজিআইপির ওপর পরিচালিত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মিশন প্রতিনিধিদল গত ১৬ জুলাই ২০২৪ টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর পৌরসভায় অনুষ্ঠিত টিএলসিসি সভায় অংশ নেন

[১]টিএলসিসির মোট সদস্য সংখ্যা ৫০ জনের বেশি হবে না।

৮. শহর সমন্বয় কমিটির কার্যপরিধি

১. নাগরিকদেরকে পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সচেতন করাসহ পৌরসভার সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরির বিষয়ে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া;
২. পৌরসভার সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের অগ্রগতিতে, সহযোগিতা, তত্ত্বাবধান এবং মনিটরিং করা;
৩. কমিটির সভায় পৌরসভার কর ধার্যকরণসহ কর আদায়ের বিষয়ে আলোচনা করা;
৪. পৌরসভা কর্তৃক পৌরবাসীকে বিভিন্ন সেবা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা;
৫. কমিটি গঠনের ১৫ দিনের মধ্যে টিএলসিসির প্রথম সভা অনুষ্ঠান করা।
৬. প্রতি তিন মাসে একটি সভা আহ্বান করা এবং প্রতিটি সভার কার্যবিবরণী তৈরি করা;
৭. পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি, গুণগতমান ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা;
৮. পৌরসভার পরিচালনা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা করা;
৯. পৌরসভার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নাগরিক সম্পৃক্ততা নিয়ে আলোচনা করা;
১০. পৌরসভার স্থায়ী কমিটিসমূহের কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা;
১১. সকল টিএলসিসি সভার আলোচনা, সিদ্ধান্তসমূহ কার্যবিবরণী আকারে লিপিবদ্ধ করা এবং পরবর্তী সভাসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অবস্থা আলোচনা করা ও এ ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া।

আইইউজিআইপির আরবান গভর্নেন্স ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান (ইউজিআইএপি অনুসারে পৌরসভার করণীয়)

- নিয়মিত বিরতিতে প্রতি ৩ মাস অন্তর ১টি সভা আয়োজন।
- কমপক্ষে ৮০% পুরুষ, ৮০% নারী এবং ৮০% দরিদ্র সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
- সভার কার্যপত্র এবং কার্যবিরণী প্রণয়ন, পৌরসভার ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

৯. গতিশীল শহর সমন্বয় কমিটির (টিএলসিসি) বৈশিষ্ট্য

১. শহর সমন্বয় কমিটির সদস্যগণ পৌরসভা উন্নয়নে একযোগে কাজ করবেন;
২. টিএলসিসি পৌরসভার উন্নয়ন ও সেবার মান বাড়াতে আগ্রহী হবেন;
৩. প্রত্যেক সদস্য টিএলসিসির নির্ধারিত কাজকর্মে সময়মতো তৎপর হবেন;
৪. নিয়মিত টিএলসিসি সভার আয়োজন করবেন;
৫. সভায় কমিটির সকল সদস্য নিয়মিত ও সময়মতো উপস্থিত থাকবেন এবং অপর সদস্যদের উৎসাহিত করবেন;
৬. সভায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা, সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন;
৭. কমিটির সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন;
৮. কমিটির সকল সদস্য যথাযথভাবে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন;
৯. কমিটির সকল নারী সদস্যের উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন;
১০. কমিটির সকল দরিদ্র শ্রেণির প্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন;
১১. কমিটি যথাযথভাবে রেকর্ডপত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ, ব্যবহার ও প্রকাশ করবেন;
১২. পৌরসভার স্থায়ী কমিটিসমূহের কার্যক্রমে দিকনির্দেশনা প্রদান ও সহায়তা করবেন।

১০. শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি) গতিশীল করার উপায়

১. কমিটি গঠনকালে সময়ে সম্ভাব্য যোগ্য সদস্যদের তালিকা তৈরি করা;
২. টিএলসিসির সদস্য মনোনয়নের পূর্বে সম্ভাব্য সদস্যের সাথে কমিটির উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি সম্পর্কে আলোচনা করা;
৩. এক বা একাধিক সভায় সম্ভাব্য সকল সদস্যের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে টিএলসিসি গঠন করা;
৪. পৌরসভার সকল কাজের কেন্দ্রবিন্দু টিএলসিসি, সদস্যদের মধ্যে এমন মনোভাব তৈরি করা;
৫. অধিকাংশ সদস্যের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া;
৬. কোনো কারণে কোনো সদস্য পরিবর্তন হলে বা কাজে অনাগ্রহী হলে তার স্থলে অন্য কোনো উপযুক্ত, দক্ষ ও আগ্রহী ব্যক্তিকে মনোনীত করা;
৭. প্রয়োজনে জরুরি সভা আহ্বান ও সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা;
৮. সভায় ব্যক্তিগত উপস্থিতির পরিবর্তে প্রতিনিধি পাঠানোর প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করা;
৯. সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে টিএলসিসি সদস্য হিসেবে মনোনীত করা;
১০. সকল সদস্যকে প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন;
১১. আঞ্চলিক ও জাতীয় সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
১২. প্রয়োজনীয় আপ্যায়নের ব্যবস্থা রাখা।

১১. শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি)'র সভার উদ্দেশ্য

১. সমন্বিত ও অংশগ্রণমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন :

- ❖ পৌরসভার সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণকালে সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের (বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন, স্বাস্থ্য ইত্যাদি) কর্মকাণ্ডের সাথে সমন্বয় করা;
- ❖ অনুরূপভাবে সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে (বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন, স্বাস্থ্য ইত্যাদি) তাদের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণকালে পৌরসভার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করা;
- ❖ পৌরসভার সার্বিক পরিচালন বিষয়ে সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- ❖ পৌরসভার সার্বিক উন্নয়নে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করা।

২. অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ :

- ❖ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী, নাগরিক সমাজ, পেশাজীবী ও স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের সম্পৃক্ত করা;
- ❖ পৌরসভার কার্যাবলি ও প্রাপ্য নাগরিক সুবিধার প্রতি সকল নাগরিকের মধ্যে নিজস্ব দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করা।

৩. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা :

- ❖ পৌরসভার সকল কাজে গঠনমূলক পরামর্শ প্রদানসহ পৌরপ্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৪. আলোচনা ও মতবিনিময় :

- ❖ পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি, গুণগতমান এবং সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও সমাধান করা।

৫. কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি :

- ❖ পৌরসভার কর্মপরিকল্পনা ও স্থায়ী কমিটিসমূহের কাজের অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করা।

৬. সম্পদ আহরণ ও তৎসংক্রান্ত বিষয়াদি :

- ❖ পৌরকর ধার্যকরণসহ কর আদায় ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্তব্য সম্পদ আহরণে সচেষ্ট করা।

১২. শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি)'র সভার গুরুত্ব

১. পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থায় ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ও জনগণের অংশগ্রহণ;

২. পৌরসভার অবকাঠামো ও সেবা সংক্রান্ত সমস্যা চিহ্নিত করার সাথে সাথে সম্ভাব্য সমাধানের উপায় বের করা;

৩. পৌর এলাকায় সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবা প্রদানের সময় স্থানীয় সমস্যা, গুণগতমান ও উপকারভোগীদের সন্তুষ্টি বিবেচনা করা;

৪. সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্টদের সাথে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি করা;

৫. পৌরসভার সার্বিক পরিচালন ব্যবস্থায় প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা সৃষ্টি করে পৌরসভায় সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করা;

৬. পৌর পরিষদকে সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা;

৭. আইনি বিধি-বিধান প্রতিপালন করা।

১৩. শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি)'র সভার জন্য করণীয়

ক) টিএলসিসির সভা আহ্বানের প্রস্তুতিকালীন করণীয় :

টিএলসিসির সভা আহ্বানের প্রস্তুতি হিসেবে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে :

১. সভার জন্য পূর্বপরিকল্পিত আলোচ্যসূচি নির্ধারণ করা;

২. সভার আলোচ্যসূচি তৈরি করে সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি/আমন্ত্রণপত্রের সাথে তা সকল সদস্যের মধ্যে বিতরণ করা;

৩. হাজিরা খাতা তৈরি করা;

৪. সভার সকল অংশগ্রহণকারীর সময়মতো উপস্থিতি নিশ্চিত করা;

৫. পৌরসভার মেয়র কর্তৃক নিয়ম মাফিক সভা পরিচালনার লক্ষ্যে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করা;

৬. সদস্যদের সকল বিষয়ে প্রস্তুতি নিয়ে সভায় অংশগ্রহণ করতে পরামর্শ দেওয়া;

৭. আলোচ্যসূচি অনুসারে সভা পরিচালনার প্রস্তুতি গ্রহণ করা;

৮. টিএলসিসিতে নারী ও দরিদ্রদের কথা বলার সুযোগ ও সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা;

৯. নারী ও দরিদ্রদের বক্তব্য ও ন্যায়সঙ্গত চাহিদা যথাযথভাবে কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করে তা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন এবং পর্যালোচনা করা;

১০. টিএলসিসির সকল সদস্যের নিজ নিজ ব্যবহারের জন্য আলাদা ফাইল প্রদান ও সংরক্ষণ করা এবং আগামী সভাগুলোতে উক্ত ফাইল ব্যবহার করা:

১১. টিএলসিসির অনুমতি সাপেক্ষে বিশেষজ্ঞ/পর্যবেক্ষক আমন্ত্রণ করা।

খ) টিএলসিসি'র সভা চলাকালীন করণীয় :

টিএলসিসির সভাকে কার্যকর করতে আহ্বানের পূর্বে যেমন কিছু বিষয় বিবেচনায় আনতে হয় তেমনি সভা চলাকালীনও তা করতে হয়। এগুলোকে সভা পর্যবেক্ষণের চেকলিস্টও বলা যেতে পারে। যেমন :

১. আইনের বিধান অনুযায়ী পৌর মেয়রের সভাপতিত্বে টিএলসিসির সভা করা;

২. সময়মতো সভা শুরু করা;

৩. উপস্থিত সদস্যদের নাম, মোবাইল নম্বর ও তারিখসহ স্বাক্ষর নেওয়া;

৪. সভার সুষ্ঠু আসন বিন্যাসের মাধ্যমে সকলের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা;

৫. আসন বিন্যাসের ক্ষেত্রে নারী ও দরিদ্র শ্রেণির প্রতিনিধিদের অবস্থান সামনের দিকে রাখা;

৬. সভার আগেই অগ্রাধিকার বিবেচনায় অ্যাজেন্ডা চূড়ান্ত করা এবং সভার সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখা;

৭. পূর্ববর্তী সভার সকল সিদ্ধান্তের অগ্রগতি যথাযথভাবে পর্যালোচনা করা এবং পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করা;

৮. সকলের সমান অংশগ্রণের ক্ষেত্রে সভাপতির সচেষ্ট থাকা, বিশেষ করে নারী ও দরিদ্র শ্রেণির প্রতিনিধিকে প্রাধান্য দেওয়া;

৯. উপস্থাপিত প্রশ্নসমূহের সন্তোষজনক জবাব বা ব্যাখ্যা দেওয়া;

১০. অপ্রয়োজনীয় আলোচনা নিরুৎসাহিত করা;

১১. প্রতিটি অ্যাজেন্ডার বিপরীতে সদস্যদের মতামত সাপেক্ষে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া ও লিপিবদ্ধ করা;

১২. প্রতিটি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্ধারণ করা;

১৩. সভাপতি দ্বারা এমনভাবে প্রতিটি আলোচনার সারসংক্ষেপ করা যেন সিদ্ধান্তসমূহ লিপিবদ্ধ করতে সহায়ক হয়;

১৪. লিপিবদ্ধ করার পর সিদ্ধান্তসমূহ পাঠ করে শোনানো এবং স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া;

১৫. সভায় সকল পক্ষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা;

১৬. দরিদ্র ও নারী উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা;

১৭. কোনো কারণে নির্দিষ্ট তারিখে সভা অনুষ্ঠিত না হলে অথবা সভা ভণ্ডুল হলে যথাশীঘ্র সম্ভব সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা;

১৮. সরকার অনুমোদিত বা নিজস্ব প্রকল্পসমূহের নির্দিষ্ট কার্যাবলি সময়মতো সম্পন্ন করা।

গ) টিএলসিসির সভা শেষে করণীয় :

১. টিএলসিসির সভা শেষে সভার কার্যবিবরণী তৈরি, বিতরণ ও ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে;

২. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও পরবর্তী সভার সম্ভাব্য তারিখসহ কার্যপত্র তৈরির দায়িত্ব পালন করবেন;

৩. পূর্বনির্ধারিত কার্যপত্র অনুসারে সদস্য-সচিব পর্যায়ক্রমে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করবেন এবং আলোচনার বিবরণসহ গৃহীত সিদ্ধান্ত /সুপারিশের ব্যাপারে নোট নেবেন, যার ভিত্তিতে কার্যবিবরণী তৈরি করতে হবে।

৪. সভাপতি কার্যবিবরণী স্বাক্ষর করে সভা অনুষ্ঠানের ১৫ দিনের মধ্যে সকল সদস্য এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরণ নিশ্চিত করবেন।

৫. কার্যবিবরণী বিতরণের মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।

৬. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সরেজমিনে পরিবীক্ষণ করে সচিব বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবেন।

১৪. সংযোজনী-ক : টিএলসিসি সভার কার্যবিবরণী

--পৌরসভা কার্যালয়

জেলা :---

শহর সমন্বয় কমিটির (টিএলসিসি) ত্রৈমাসিক সভার কার্যবিবরণী
এপ্রিল-জুন, ২০২১

সভার স্থান : সভা কক্ষ, --------------------------------, সভার তারিখ : ২৬-০৪-২০২৪ সভার সময় : দুপুর ০২.০০ ঘটিকা	
সভাপতি : জনাব -- মেয়র, --- পৌরসভা।	

সভার উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-‘ক’ দ্রষ্টব্য

আলোচ্যসূচি-১ : বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন

বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ	কার্যবিবরণী সঠিকভাবে লিখিত হওয়ার বিষয়ে আলোচনা	প্রয়োজনীয় সংশোধন (যদি থাকে)	সিদ্ধান্ত
১। বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন --------------পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা,-------------- পৌরসভা	কার্যবিবরণী সঠিকভাবে লিখিত হয় ও সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।	কোনো সংশোধনীর প্রয়োজন নেই	সর্বসম্মতিক্রমে বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হয়

আলোচ্যসূচি-২ : বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা

আলোচ্যসূচি- ২ (ক) : বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষেত্র-১ : **নাগরিক সচেতনতা ও তাদের অংশগ্রহণ (Citizen Awareness and their Participation) :**

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/বর্তমান অবস্থা	পরবর্তী করণীয়/ সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নের সময়সূচিসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কর্মকর্তা
১.১	টিএলসিসি গঠন, ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে টিএলসিসির সভা অনুষ্ঠান করা, সভার কার্যবিবরণী তৈরি ও বিতরণ করা এবং পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে	ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে টিএলসিসি সভা অনুষ্ঠান করা হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী তৈরি করে যথাসময়ে সদস্যদের মাঝে বিতরণ, পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং পিএমইউ, আইইউজিআইপি-এ প্রেরণ করা হয়েছে।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/বর্তমান অবস্থা	পরবর্তী করণীয়/ সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নের সময়সূচিসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কর্মকর্তা
১.২	ডব্লিউসি গঠন, ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ডব্লিউসি সভা অনুষ্ঠান করা, পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা। সভার কার্যবিবরণী তৈরি ও বিতরণ, ডব্লিউসিতে প্রেরণ করা।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ডব্লিউসি সভা অনুষ্ঠান করা হয়। পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সভার কার্যবিবরণী তৈরি করে যথাসময়ে সদস্যদের মাঝে বিতরণ এবং ডব্লিউসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী সকল ওয়ার্ডের ডব্লিউসি সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে। ডব্লিউসি সভার সুপারিশ অনুযায়ী উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সদস্য সচিব, ওয়ার্ড কমিটি
১.৩	নাগরিক সনদ (সিটিজেন চার্টার) শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি) কর্তৃক অনুমোদিত ও পৌরসভা অফিসে প্রদর্শিত এবং স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ ও বুকলেট আকারে প্রচারিত।	আগামী ৩১ মে ২০২৪ তারিখের মধ্যে নাগরিক সনদ (সিটিজেন চার্টার) স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ এবং বুকলেট আকারে নাগরিকদের মাঝে বিতরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	নাগরিক সনদ (সিটিজেন চার্টার)পৌরসভা অফিসে এবং শহরে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রদর্শন করা হয়েছে। বুকলেট আকারে নাগরিকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। সিটিজেন চার্টার ০৫ মে ২০২৪ সালে স্থানীয় দৈনিক সমাজের কথা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। টিএলসিসির সম্মানিত সদস্য জনাব...............পৌরসভার পক্ষ থেকে বুকলেট আকারে সুন্দর সিটিজেন চার্টার করায় ধন্যবাদ জানান। তিনি শহরের আরও কয়েকটি স্থানে সিটিজেন চার্টার বড় বিলবোর্ড আকারে স্থাপনের প্রস্তাব করেন।	গত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিটিজেন চার্টার বুকলেট আকারে নাগরিকদের মাঝে বিতরণ এবং পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। পরবর্তী সভায় শহরে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সিটিজেন চার্টার বিলবোর্ড আকারে স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা
১.৪	সিবিও গঠন, শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি) কর্তৃক অনুমোদিত এবং বাস্তবায়িত (জরিপ করা ও জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা)।	৩০ জুন ২০২৪ তারিখের মধ্যে আরও কয়েকটি ওয়ার্ডে সিবিও গঠন ও কার্যকর করা হবে।	০২ নং ওয়ার্ডে একটি সিবিও গঠন করা হয়েছে। সিবিও গঠনের জন্য কয়েকটি ওয়ার্ডে সভা করা হয়েছে। ২ নং ওয়ার্ড ছাড়া অন্য কোনো ওয়ার্ডে সিবিও করা সম্ভব হয়নি।	প্রকল্প অফিসের নির্দেশনা পেলে পরবর্তী সময়ে আরও কয়েকটি ওয়ার্ডে সিবিও গঠন ও কার্যকর করা হবে।	পৌরসভা নির্বাহী কর্মকর্তা /সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা
১.৫	সুনির্দিষ্ট কার্যপরিধিসহ অভিযোগ প্রতিকার সেল (Grievance Redress Cell) গঠন এবং কার্যকর রাখা।	পৌর পরিষদের আগামী মাসিক সভায় প্যানেল মেয়র গঠন হওয়ার পর পরবর্তী ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে অভিযোগ প্রতিকার।	গত ইংরেজি ২৭/০৩/২০২৪ তারিখে অভিযোগ প্রতিকার সেল গঠন করা হয়েছে। পৌরসভা অফিসে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। চলতি কোয়ার্টারে মোট...সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
		অভিযোগ প্রতিকার সেল গঠন এবং কার্যকর রাখা হবে।	১১টি অভিযোগ পাওয়া গেছে এবং ৮টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।		

ক্ষেত্র-২ : নগর পরিকল্পনা (Urban Planning) :

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/বর্তমান অবস্থা	পরবর্তী করণীয়/ সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নের সময়সূচিসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কর্মকর্তা
২.১	ক্ষেত্র-২ : নগর পরিকল্পনা (Urban Planning) :	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	টিএলসিসি এবং পৌর পরিষদের অনুমোদনক্রমে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সহকারী অনুদান ও বিভিন্ন প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় (পিডিপি) অনুযায়ী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পিডিপি অনুযায়ী চলতি কোয়ার্টারে ১৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। টিএলসিসির সম্মানিত সদস্য জনাব --------- পৌরসভার বিভিন্ন প্রবেশদ্বারে পৌরসভার শুভেচ্ছা সম্বলিত গেইট প্রস্তাব করেন।	পিডিপি অনুযায়ী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পৌর পরিষদ
২.২	উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	নগর পরিকল্পনা ইউনিট গঠন করা হয়েছে। নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইমারত নির্মাণ পুনঃনির্মাণ/ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম চলমান আছে। চলতি কোয়ার্টারে সড়কের উপর এবং ফুটপাতের উপর থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়েছে। টিএলসিসির সম্মানিত সদস্য শ্রাবণী সুর সকাল ৮.০০ ঘটিকার পরে পৌরসভার অভ্যন্তরে ভারী যানবাহন যাতে না চলতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেন।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে এবং পৌর এলাকার মধ্যে ভারী যানবাহন চলাচলের নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	নির্বাহী প্রকৌশলী ও শহর পরিকল্পনা-বিদ
২.৩	বাজেট চাহিদা সহ বার্ষিক ও অ্যান্ড এম পরিকল্পনা প্রণয়ন।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	২০২২-২০২৪ অর্থ বছরে ও অ্যান্ড এম খাতে বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২,১৯,০০,০০০ টাকা, বার্ষিক ও অ্যান্ড এম পরিকল্পনা প্রস্তুত ও অনুমোদন করা হয়েছে। চলতি কোয়ার্টারে প্রায় ১ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ও অ্যান্ড এম খাতে ব্যয় করা হয়েছে।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	মেয়র/ নির্বাহী প্রকৌশলী/ শহর পরিকল্পনা-বিদ

ক্ষেত্র-৩ : নারী ও শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমতা ও অন্তর্ভুক্তি (Equality and Inclusion of Urban Women & Poor)

৩.১	জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা (GESIAP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন ও সক্রিয় রাখা (সূত্র : পৌরসভা আইন ,২০০৯-এর ৫৫ ধারা)।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে সম্পৃক্ত করে জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা (GESIAP) প্রণয়ন হয়েছে এবং টিএলসিসি পৌর পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। এপ্রিল-জুন-২০২৪ কোয়ার্টারে (GESIAP) আওতায় বিশ্ব মা দিবস উদ্‌যাপনে নারীদের সেলাই প্রশিক্ষণ ও সেলাই মেশিন বিতরণ,	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে এবং আগামী অর্থবছরে GESIAP আওতায় নারীদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পৌর পরিষদ এবং নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সকল সদস্য

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/বর্তমান অবস্থা	পরবর্তী করণীয়/ সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নের সময়সূচিসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কর্মকর্তা
			শিশুদের স্কুল ড্রেস ও স্কুল ব্যাগ বিতরণ এবং নারীদের রান্না, ক্যাটারিং, ফাস্টফুড এবং বুটিক বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ০৯টি ওয়ার্ডে ১৮টি উঠান বৈঠক করা হয়েছে।		
৩.২	GESIAP বাস্তবায়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ নির্ধারণ করা এবং তা অনুমোদন করা হয়েছে।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	GESIAP বাস্তবায়নের জন্য ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ৪২,০০,০০০/ টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এপ্রিল-জুন-১৬ কোয়ার্টারে (GAP) বাস্তবায়নের জন্য প্রায় (বিশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	পৌর পরিষদ এবং সংস্থাপন ব্যয় ও অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সকল সদস্য
৩.৩	দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা (PRAP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য দারিদ্র্য হ্রাস ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন ও সক্রিয় রাখা (সূত্র : পৌরসভা আইন ২০০৯-এর ৫৫ ধারা)।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	দারিদ্র্য হ্রাস ও স্থায়ী কমিটি কর্তৃক দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা (PRAP) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং টিএলসিসি সভায় অনুমোদন করা হয়েছে। PRAP বাস্তবায়নের মোট ৩৭টি বস্তি চিহ্নিত করা হয়েছে। ০২টি বস্তিতে LINIC কমিটি গঠন করা হয়েছে যেখানে দরিদ্র পরিবার সংখ্যা ৬৩০টি। প্রত্যেকটি পরিবার থেকে প্রাথমিক দলের সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রাথমিক দলের সংখ্যা ৪২টি। টিএলসিসির সম্মানিত সদস্য মোছা: সেলিনা আক্তার LINIC কমিটি গঠন করার সময়ে তাদের আমন্ত্রণ করার প্রস্তাব করেন।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	দারিদ্র্য হ্রাস ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সকল সদস্য
৩.৪	PRAP বাস্তবায়নের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে (প্রতিটি বস্তির চাহিদা নির্ণয় করে তদানুযায়ী বাজেট বরাদ্দ রাখা)	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	PRAP বাস্তবায়নের জন্য ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৪৫,০০,০০০/- টাকা বাজেট বরাদ্দ হয়েছে। এপ্রিল-জুন ২০২৪ কোয়ার্টারে চজঅচ বাস্তবায়নের জন্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	পৌর পরিষদ এবং দারিদ্র্য নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সকল সদস্য

ক্ষেত্র-৪ : স্থানীয় সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি (Enhancement of Local Resource Mobilization) :

৪.১	পুনঃকর নির্ধারণ কার্যক্রম সময় অনুযায়ী কার্যকর করা, বার্ষিক ভিত্তিতে অন্তবর্তী কর নির্ধারণ কার্যক্রম চালু রাখা এবং আদায় বৃদ্ধি করা হয়েছে (বার্ষিক আদায় ৭০% এর অধিক আদায় করা এবং তা ৯০% পর্যন্ত আদায়ের সক্ষমতা অর্জন করা।	বকেয়া ট্যাক্স আদায়ের জন্য বড় বড় কর খেলাপিদের কর পরিশোধের জন্য মেয়র মহোদয় নিজে ফোনে যোগাযোগ করবেন এবং অন্যদের কর	পৌরসভা নির্বাহী কর্মকর্তা সভায় জানান যে, গত ২৭/০৩/২০২৪ তারিখে পৌর পরিষদের সভায় মোট ২৪১টি প্রাইভেট হোল্ডিং-এ কোনো স্থাপনা না থাকায় সেগুলো নো হোল্ডিং করা হয়েছে। উক্ত ২৪১টি হোল্ডিং এর বকেয়া পৌরকরের দাবি ১৯,২০,৭৫০/- টাকা এবং হাল দাবি	আদায়ের এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	কর নিরূপণ ও আদায় বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সকল সদস্য/কর নির্ধারক/ কর আদায়কারী

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/বর্তমান অবস্থা	পরবর্তী করণীয়/ সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নের সময়সূচিসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কর্মকর্তা
		পরিশোধের জন্য তালিকা সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	২,৭২,০৫৪/- টাকা। এছাড়া ক্রীড়া সংস্থাসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হোল্ডিং নং-১৭৩১-০০ এর বাৎসরিক পৌরকর কমিয়ে ৫,৪০০/- টাকা, যশোর ইনস্টিটিউটের হোল্ডিং নং-১২,৬২১,২৬৬ ও ১,৫৩২ এর পৌর কর কমিয়ে ৫,৪০০/- টাকা, জেলা শিক্ষা ট্রাস্ট-এর হোল্ডিং নং- ৩৪৯/১ এর পৌর কর কমিয়ে ১৩,৫০০/- টাকা, কালেক্টরেট মসজিদের হোল্ডিং নং- ১৭২৩ এর পৌর কর কমিয়ে ১৩,৫০০/- টাকা, জেলা শিল্পকলা একাডেমির হোল্ডিং নং- ১,৭৪৪ এর পৌর কর কমিয়ে ১০,৮০০/- টাকা নির্ধারণ করায় মোট বকেয়া পৌর কর দাবি হতে ৮৫,১৮,৫৮২/- টাকা এবং হাল সনের পৌরকরের দাবি হতে ২১,২৬,২৮৭/- টাকা, সর্বমোট পৌরকরের দাবি হতে ১,০১,৪৪,৮৬৯/- টাকা কমানো হয়েছে। সভায় পৌরসভার সচিব আরও জানান যে, গত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বকেয়া পৌরকর খেলাপিদের লাল নোটিশ প্রদান করা হয় এবং মাইকযোগে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। বকেয়া করখেলাপিদের বিরুদ্ধে ১৮/০৫/২০২৩ তারিখ থেকে ০৫/০৬/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ক্রোকি চালানো হয়। সরকারি হোল্ডিংয়ের ট্যাক্স আদায়ের জন্য পৌরসভার মেয়রের সুপারিশ সম্বলিত চিঠি দিয়ে বিভিন্ন দপ্তরে যোগযোগের জন্য দুই জন স্টাফকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২৩ জুন ২০১৬ তারিখে পর্যন্ত আদায় ৪,৮৫,৯৬,৩২৭/- টাকা, এবং আদায়ের হার ৬৮.৭৭%। টিএলসিসির সম্মানিত সদস্য জনাব ফকরে আলম বলেন ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধি করা গেলে অধিক নাগরিক সেবা দেওয়া যাবে। তিনি কর খেলাপিদের তালিকা মোড়ে মোড়ে টাঙ্গিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেন।		

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/বর্তমান অবস্থা	পরবর্তী করণীয়/ সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নের সময়সূচিসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কর্মকর্তা
৪.২	পরোক্ষ কর ফি অদায়ের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ (হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যতীত)।	পৌর পরিষদের পরবর্তী সভায় দোকান ঘর ভাড়া বৃদ্ধি এবং নতুন ৪টি বাজার সৃষ্টির বিষয়ে পৌর পরিষদে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।	সভায় পৌরসভা সচিব জানান যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যতীত ডিমান্ড ১০,৬৭,১৯,৬৪৭/- টাকা, ২৩/০৬/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত আদায় ৯,৩০,৩৭,৩১২/- টাকা এবং আদায়ের হার ৮৭.১৭%। গত ১৫/০৫/২০২৪ তারিখ অফিস আদেশে পৌরএলাকায় বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স যাচাই করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়। যার ফলে মে ও জুন ২০২৪ মাসে ট্রেড লাইসেন্স আদায়ের হার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামী অর্থবছরে দোকান ঘর ভাড়া বৃদ্ধি করা হবে।	আদায়ের এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	পৌরসভা নির্বাহী কর্মকর্তা, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বাজার পরিদর্শক, কর আদায়কারী, লাইসেন্স পরিদর্শক
৪.৩	কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স (কর) রেকর্ড ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারে বিল প্রস্তুত করা হয়েছে।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স (কর) রেকর্ড ব্যবস্থা চালু আছে এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে বিল প্রস্তুত করা হয়।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	পৌরসভা নির্বাহী কর্মকর্তা ও কর আদায়কারী
৪.৪	কম্পিউটারাইজড পানির বিল ব্যবস্থার প্রবর্তন/ চলমান রাখা ও পানির সকল বকেয়া বিল চিহ্নিত করে আদায় করার ব্যবস্থা করা।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	কম্পিউটারাইজড পানির বিল রেকর্ড ব্যবস্থা চালু আছে এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে বিল প্রদান করা হয়। পানির সকল বকেয়া বিল চিহ্নিত করা হয়েছে। যে সকল গ্রাহক দীর্ঘদিন যাবৎ পানির বিল প্রদান করেননি তাদের লাল নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। পানি বিল চলতি কোয়ার্টারে আদায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পানির বিল বৃদ্ধির জন্য সভায় আলোচনা করা হয়। পৌর পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে আগামী ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পানির বিল বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পৌর পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে আগামী অর্থবছর থেকে পানির বিল বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়।	সহকারী প্রকৌশলী (পাঃসঃ পঃনিঃ) শাখা

ক্ষেত্র-৫ : আর্থিক ব্যবস্থাপনা, দায়বদ্ধতা এবং স্থায়িত্বশীলতা (Financial Management, Accountability and Sustainability)

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/বর্তমান অবস্থা	পরবর্তী করণীয়/ সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নের সময়সূচিসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কর্মকর্তা
৫.১	অর্থ ও সংস্থাপন বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে সম্পৃক্ত করে পৌরসভা বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন অবমুক্ত ও পৌরসভা অফিসে প্রদর্শন এবং শহর সমন্বয় কমিটিতে আলোচিত হয়েছে।	পরবর্তী কোয়ার্টারে বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।	সভায় অর্থ ও সংস্থাপন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি শেখ রাশেদ আব্বাস (রাজ) সভায় জানান যে দীর্ঘ প্রায় দুই মাস যাবৎ কমিটি সদস্যদের নিয়ে পুঙ্খানুপঙ্খ আলোচনার পর ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট এর ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের	ক) পৌর ১ অংশে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট অনুমোদনপূর্বক পৌর-পরিষদের সভায় উপস্থাপনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পৌরসভা নির্বাহী কর্মকর্তা /অর্থ ও সংস্থাপন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সকল সদস্য

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/বর্তমান অবস্থা	পরবর্তী করণীয়/ সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নের সময়সূচিসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কর্মকর্তা
			প্রস্তাবিত বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়া বাজেট বিষয়ে গত ২৯/০৫/২০২৪ তারিখে নাগরিকদের মতামতের জন্য পৌরসভা অফিস পরিদর্শন করা হয়। খসড়া বাজেট প্রজেক্টরের মাধ্যমে সভায় উপস্থাপন করা হয়। ক) পৌর ১ অংশে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের সার্বিক আলোচনার পর আয় ও ব্যয়ের খাত সংশোধনপূর্বক মোট আয় ১৬,৩৩,৩১,৭৩২/- (ষোল কোটি তেত্রিশ লক্ষ একত্রিশ হাজার সাতশত বত্রিশ) টাকা এবং মোট ব্যয় ১৬,৬৬,২০,৫৫৬/= (ষোল কোটি ছেষট্টি লক্ষ বিশ হাজার পাঁচশত পঁয়ষট্টি) টাকা খ) পৌর ২ অংশে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের সার্বিক আলোচনার পর আয় ও ব্যয়র খাত সংশোধনপূর্বক মোট আয় ৬,১১,৭৫,০০০/= (ছয় কোটি এগার লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা এবং মোট ব্যয় ৬,২৬,১৭,১১৫/= (ছয় কোটি ছাব্বিশ লক্ষ সতের হাজার একশত পনের) টাকা। গ) পৌরসভা উন্নয়ন বাজেট ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে আয়ের খাতে ৬১,৯৩,০১,৬৫৫/= (একশট্টি কোটি তিরানব্বই লক্ষ এক হাজার ছয়শত পঞ্চান্ন) টাকা এবং ব্যয়ের খাতে মোট ৬১,৯৩,৬৫৫/= (একশট্টি কোটি তিরানব্বই লক্ষ এক হাজার ছয়শত পঞ্চান্ন) টাকা। ক) পৌর ১ অংশে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে এর সার্বিক আলোচনার পর আয় ও ব্যয় খাত সংশোধনপূর্বক মোট আয় ২০,০৫,০৯,৩৩৬/= (বিশ কোটি পাঁচ লক্ষ নয় হাজার তিনশত ছত্রিশ) টাকা এবং মোট ব্যয় টাকা ১৯,২৫,৮৮,৪৫৮/=(উনিশ কোটি পঁচিশ লক্ষ আটাশি হাজার চারশত আটান্ন) টাকা।	খ) পৌর ২ অংশে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট অনুমোদনপূর্বক পৌর-পরিষদের সভায় উপস্থাপনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ) পৌরসভার উন্নয়ন বাজেটে ২০২৩-২০২৪ সালের সংশোধিত বাজেট অনুমোদনপূর্বক পৌরপরিষদের সভায় উপস্থাপনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। টিএলসিসির সম্মানিত সদস্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি জনাব রুবানা আক্তার রিয়া এবং টিএলসিসির সম্মানিত সদস্য শ্রাবনী সুরের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ক) পৌর ১ অংশে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুমোদনপূর্বক পৌরপরিষদের সভায় উপস্থাপনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) পৌর ২ অংশে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট অনুমোদনপূর্বক পৌরপরিষদের সভায় উপস্থাপনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ) পৌরসভার উন্নয়ন বাজেটে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদনপূর্বক পৌরপরিষদের সভায় উপস্থাপনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/বর্তমান অবস্থা	পরবর্তী করণীয়/ সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নের সময়সূচিসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কর্মকর্তা
			খ) পৌর ২ অংশে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের সার্বিক আলোচনার পর আয় ও ব্যয়ের খাত সংশোধনপূর্বক মোট আয় ৫,৭৩,৩০,০০০/=(পাঁচ কোটি তিয়াত্তর লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা এবং মোট ব্যয় টাকা ৫,৩২,৬৪,৬৯৬/=(পাঁচ কোটি বত্রিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার ছয়শত ছিয়ানব্বই) টাকা। গ) পৌরসভার উন্নয়ন বাজেটে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের সার্বিক আলোচনার পর আয় ও ব্যয়ের খাত সংশোধনপূর্বক মোট আয় ১০১,৫০,০০,০০০/=(একশত এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা এবং ব্যয়ের খাতে মোট ব্যয় ১০১,৫০,০০,০০০/=(একশত এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা। টিএলসিসির সম্মানিত সদস্য জনাব ফকরে আলম প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব আয়ের যে টার্গেট করা হয়েছে নাগরিক সেবা বৃদ্ধির জন্য টার্গেট অনুযায়ী আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেন। টিএলসিসির সম্মানিত সদস্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি জনাব রুবানা আক্তার রিয়া চজঅচ-এর বাজেট আরও ৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি এবং এ খাতের অর্থ যাতে ব্যয় হয় তার প্রস্তাব করেন। টিএলসিসির সম্মানিত সদস্য শ্রাবনী সুর এঅচ-এর বাজেট আরও ১০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি এবং এ খাতের অর্থ নারীদের বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ দিয়ে যাতে তারা স্বাবলম্বী হয় সে ধরনের কাজে ব্যয় করার প্রস্তাব করেন।		

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/বর্তমান অবস্থা	পরবর্তী করণীয়/ সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নের সময়সূচিসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কর্মকর্তা
৫.২	আর্থিক বিবরণী তৈরি এবং পৌরসভার অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক আর্থিক বছর শেষ হওয়ার ৩ মাসের মধ্যে অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিকে সম্পৃক্ত করে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের হিসাবের অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে। অডিট রিপোর্ট টিএলসিসি সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে এবং পিএমইউতে প্রেরণ করা হয়েছে। চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের হিসাবের বিবরণী অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক অডিট আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখের মধ্যে চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের অডিট সম্পন্ন করে পিএমইউতে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/ সভাপতি অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সকল সদস্য
৫.৩	কম্পিউটারাইজড হিসাব ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং হিসাব প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	কম্পিউটারাইজড হিসাব ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে নিয়মিত হিসাব প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
৫.৪	বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা হয়েছে (টিএলসিসি সভায় আলোচনা করে যাচিত অগ্রগতি নিশ্চিত করা)।	আগামী ৩০ এপ্রিল ২০২৩ তারিখের মধ্যে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে আলোচনা করে আগামী ৩০ জুন ২০২৩ তারিখের মধ্যে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের বিষয়ে কার্যকরি উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ৩১ মার্চ ২০২৩ তারিখের মধ্যে বকেয়া ০৪ মাসের টেলিফোন বিল পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	বিদ্যুৎ বিলের বিষয়ে টিএলসিসির সভাপতি জনাব জহিরুল ইসলাম চাকলাদার রেন্টু সভায় জানান যে, ডেসকো লিমিটেডের এমডি এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর সাথে আলোচনা করে পৌরসভার বকেয়া বিদ্যুৎ বিল মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত ৯,২০,৫৯,৬৫০/= টাকা নির্ধারণ করা হয়। তার মধ্যে জুন ২০২৩ পর্যন্ত বকেয়া- ৭,২২,২৯,০৭৩/= টাকা এবং জুলাই ২০২৩ থেকে মার্চ-২০২৪ পর্যন্ত- ১,৯৮,৩০,৫৭৭/= টাকা। এ পর্যন্ত বকেয়ার ২,৫৭,৬৮,০১৮/= টাকা এবং চলতি বিল ১,৫০,২৫,১১০/= টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। টেলিফোন বিল মে ২০২৩ পর্যন্ত পরিশোধ করা হয়েছে। টিএলসিসির সম্মানিত সদস্য জনাব ফকরে আলম পৌরসভা দীর্ঘদিন যাবৎ বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের উদ্যোগ গ্রহণ করায় বিশেষ করে মেয়র সাহেবকে ধন্যবাদ জানান।	আগামী ৩০ জুন ২০২৩ তারিখের মধ্যে আরও ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	মেয়র ও পৌরপরিষদ
৫.৫	স্থায়ী সম্পদের তালিকা প্রণয়ন, স্থায়ী সম্পদের জন্য রেজিস্টার খোলা, স্থায়ী সম্পদের জন্য ডাটাবেজ তৈরি এবং স্থায়ী সম্পদের হিসাব প্রবর্তন।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	স্থায়ী সম্পদের জন্য রেজিস্টার খোলা হয়েছে, স্থায়ী সম্পদের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং হালনাগাদ করা হচ্ছে। স্থায়ী সম্পদের জন্য ডাটাবেজ তৈরি এবং স্থায়ী সম্পদের অবচয় হিসাব প্রবর্তন চলমান আছে।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	পৌরসভা নির্বাহী কর্মকর্তা /সহকারী প্রকৌশলী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ সার্ভেয়ার

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/বর্তমান অবস্থা	পরবর্তী করণীয়/ সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নের সময়সূচিসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কর্মকর্তা
৫.৬	বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সকল দায় দেনা নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা হয়েছে (ঋণ পরিশোধের হার বার্ষিক রাজস্ব আয়ের ২৫% এর কম থাকবে)।	আগামী ৩১ মার্চ ২০২৩ তারিখের মধ্যে বিএমডিএফ এর বর্তমান ঋণের বকেয়া পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	বিএমডিএফ-এর বর্তমান ঋণের সমুদয় পাওনা বাবদ ১০,০২,৯২১/-(দশ লক্ষ দুই হাজার নয়শত একুশ) টাকা ০৩/০৪/২০২৩ তারিখে পরিশোধ করা হয়েছে। পৌরসভার বিএমডিএফ-এর আর কোনো ঋণ নেই।	বিএমডিএফ-এর যাবতীয় ঋণ পরিশোধ করায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	মেয়র ও পৌরপরিষদ

ক্ষেত্র-৬ : প্রশাসনিক স্বচ্ছতা (Administrative Transparencey)

৬.১	স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠন এবং গঠিত স্থায়ী কমিটিসমূহ কার্যকর করা হয়েছে (সূত্র : পৌরসভা আইন ২০০৯-এর ৫৫ ধারা)।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	মোট ১০টি স্থায়ী কমিটি এবং ০৫টি অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি ২৭/০৩/২০২৩ তারিখে গঠন করা হয়েছে। নিয়মিত ব্যবধানে স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচ্য বিষয় এবং কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও পৌরপরিষদের সভায় কার্যবিবরণী উপস্থাপন করা হয়েছে। বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ০৬/০৬/২০২৩ তারিখের সভায় কার্যবিবরণী উপস্থাপন করা হয়– (ক) আসন্ন রমজানে বাজারে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং ভেজাল প্রতিরোধে নিয়মিত বাজার মনিটরিং করার জন্য নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠন করা হয়। ১। শেখ মোকছিমুল বারী- কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৩, আহ্বায়ক ২। মোঃ গোলাম মোস্তফা- কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৭, আহ্বায়ক ৩। শেখ রোকেয়া পারভীন- কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০৩, সদস্য ৪। নাসিমা আক্তার জলি- কাউন্সিলর, সংরক্ষিত ওয়ার্ড নং-০২, সদস্য ৫। আব্দুল্লাহ আর মাসুম- সচিব, যশোর পৌরসভা, সদস্য ৬। নারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্তী- স্বাস্থ্য সহকারী, সদস্য ৭। মোঃ ওহিদুজ্জামান- স্যানিটারি পরিদর্শক, সদস্য সচিব কমিটির সদস্যগণ পৌরসভার স্বাস্থ্য শাখার অন্যান্য কর্মচারীকে নিয়ে রমজানে প্রতিদিন বাজার মনিটরিং এবং ম্যাজিস্ট্রেটের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	পৌরসভা নির্বাহী কর্মকর্তা /সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা/ প্রশাসনিক কর্মকর্তা।

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/বর্তমান অবস্থা	পরবর্তী করণীয়/ সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নের সময়সূচিসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কর্মকর্তা
			খ) আসন্ন রমজান উপলক্ষে ভেজাল প্রতিরোধের জন্য নাগরিক সচেতনতার জন্য ব্যাপক আকারে মাইকিং করা এবং ক্যাবল অপারেটরদের সহায়তায় প্রচারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া অন্যান্য স্থায়ী কমিটির সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয়।		
৬.২	সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ ও সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকরণ।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	বিভিন্ন প্রকল্পসহ সরকারি সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে পৌরসভা কর্মকর্তা /কর্মচারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং পৌরসভার চলতি বছরের বাজেটে প্রশিক্ষণের জন্য অর্থবরাদ্দ রাখা হয়েছে। চলতি কোয়ার্টারে প্রশিক্ষণ বাবদ ৮০,০০০/=(আশি হাজার) টাকা ব্যয় করা হয়েছে।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	মেয়র, পৌরসভা নির্বাহী কর্মকর্তা
৬.৩	ইউজিআইএপি- কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন যথাসময়ে পিএমওতে দাখিল করা।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	চলতি কোয়ার্টারে পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে সময়মতো আগমন ও প্রস্থান নিশ্চিত করার জন্য ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। পৌরসভার নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে। পৌরসভার তথ্য ওয়েবসাইটে নিয়োমিত আপলোড করা হয়। পৌরসভার ওয়েবসাইটে টিএলসিসি সভার রেজুলেশন ও অ্যান্ড এম কর্মপরিকল্পনা GAP, PRAP পৌরসভার সিটিজেন চার্টার এবং সিটি হেলথপ্ল্যান সংযুক্ত করা আছে। এছাড়া পৌরসভার সকল টেন্ডার, অন্যান্য বিজ্ঞপ্তি, নোটিশ নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়। পৌরসভার ট্যাক্স, পানির বিল, ট্রেড লাইসেন্স এবং দোকান ঘর ভাড়া মোবাইলের মাধ্যমে নাগরিকগণ পরিশোধ করতে পারছে। পৌরভবনে ওয়াইফাই ইন্টারনেট সুবিধা চালু আছে। পৌরসভার ইমেইল আইডি এবং ফেসবুক খোলা হয়েছে। পৌরসভা অফিসে ডিজিটাল সেন্টার চালু আছে। পৌর ডিজিটাল সেন্টার অনলাইনে জমির পর্চার জন্য আবেদন, চাকরির জন্য আবেদন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির আবেদন মোবাইল ব্যাংকিং, স্ক্যানিং, লেমিনেটিং, ফটোপ্রিন্ট, ফটোকপি ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	পৌরসভা নির্বাহী কর্মকর্তা

ক্ষেত্র-৭ : পৌরসভার প্রয়োজনীয় সেবা সচল রাখা (Keeping Essential Pourashava Services Functional)

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/বর্তমান অবস্থা	পরবর্তী করণীয়/ সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নের সময়সূচিসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কর্মকর্তা
৭.১	বজ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য বাজেট বরাদ্দসহ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত, মূল এলাকার বর্জ্য নিয়মিত সংগৃহীত, টিএলসিসির সন্তষ্টির মাত্রা যাচাই।	বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ চলমান রাখতে হবে। মনিহার সংলগ্ন পার্কের পাশে ময়লা ফেলা এবং মলমূত্র ত্যাগ বন্ধ এবং নিদিষ্ট স্থানে ময়লা আবর্জনা ফেলার জন্য সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পৌরসভা নির্বাহী কর্মকর্তা যশোর পৌরসভার সভায় জানান যে, পৌরসভার সকল প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি ড্রেন ২/৪/২০২৩ তারিখ থেকে ০৯টি ওয়ার্ডে একযোগে লেবার দ্বারা পরিষ্কারের কাজ শুরু হয় এবং ১৪/০৬/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত কাজ করা হয়। এসময়ে সর্বমোট ৩,৪৬৩ জন লেবার কাজ করে এবং ১৩,২৫,৪০০/=(তের লক্ষ পঁচিশ হাজার চারশত) টাকা ব্যয় হয়। বিভিন্ন ওয়ার্ডে দায়িত্বরত সুপারভাইজার এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সাথে পরামর্শক্রমে শহরের সকল প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি ড্রেন পরিষ্কার করা হয়েছে। এছাড়া ১৮/০৬/২০১৬ তারিখ থেকে পৌর এলাকার মধ্যে রাস্তার পাশে বিভিন্ন ব্যবসায়িক, ব্যানার এবং ফেস্টুন সরানো হয়েছে, যা শহরের সৌন্দর্য নষ্ট করছে। ইংরেজি ২০/০৬/২০২৩ তারিখ থেকে পৌরসভার সকল রাস্তার পাশের ময়লা আবর্জনা অপসারণের জন্য লেবার দ্বারা কাজ শুরু করা হয়েছে, যা আগামী ঈদুল ফিতর পর্যন্ত চলবে। টিএলসিসির সম্মানিত সদস্য জনাব লিপিকা দাশগুপ্ত ময়লা অবর্জনা নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার বিষয়ে এনজিওসমূহের সাথে পৌরসভার একটা যৌথ সমন্বয় সভার আয়োজন করার প্রস্তাব করেন।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	পৌরসভা নির্বাহী কর্মকর্তা কঞ্জার ভেন্সি ইন্সপেক্টর
৭.২	ড্রেন পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণে বাজেট বরাদ্দসহ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত, নিয়মিত প্রাইমারি ড্রেন পরিষ্কার টিএলসিসির সন্তষ্টির মাত্রা যাচাই।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে। বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই পৌর এলাকার সকল বড় ড্রেন এবং ছোট ছোট ড্রেন পরিষ্কারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	নিয়মিত ড্রেন পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। বাজেট বরাদ্দসহ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং নিয়মিত প্রাইমারি ড্রেন পরিষ্কার করা হয়। টিএলসিস্থির সম্মানিত সদস্যগণ নিয়মিত প্রাইমারি ড্রেন পরিষ্কার করায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	পৌরসভা নির্বাহী কর্মকর্তা / কঞ্জার ভেন্সি ইন্সপেক্টর

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/বর্তমান অবস্থা	পরবর্তী করণীয়/ সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নের সময়সূচিসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কর্মকর্তা
৭.৩	সড়কবাতি কার্যকর, বাজেট বরাদ্দসহ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত, ৮০% সড়কে বাতি কার্যকর, টিএলসিসির সন্তষ্টির মাত্রা যাচাই।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	পৌরসভার বিভিন্ন সড়কে সর্বমোট ৯,৪২০টি সড়ক বাতি (এনার্জি বাল্ব) সচল আছে। এছাড়া ১৭/০৬/২০২৩ তারিখ পৌর এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে ২৫০টি অত্যাধুনিক এলইডি লাইট (যার প্রতিটি মূল্য ১৫-২০ হাজার টাকা) স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়েছে। টিএলসিসির সম্মানিত সদস্য জনাব ----------শহরের অত্যাধুনিক এলইডি লাইট স্থাপন করায় মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান। সড়ক বাতির বিষয়ে টিএলসিসির সম্মানিত সদস্য সভায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
৭.৪	অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, মোবাইল মেইনটেন্যান্স টিম গঠন এবং কার্যকর করা, বাজেট বরাদ্দসহ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ও অ্যান্ড এম কার্যক্রম বাস্তবায়িত, মোবাইল মেইনটেন্যান্স টিম কার্যকর, টিএলসিসির সন্তুষ্টির মাত্রা যাচাই।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, মোবাইল পরিচালনা টিম গঠন হয়েছে এবং কার্যকর আছে। বাজেট বরাদ্দসহ কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে এবং অগ্রধিকার ভিত্তিতে ও অ্যান্ড এম বাস্তবায়িত হচ্ছে, অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে টিএলসিসির সকল সম্মানিত সদস্য সভায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
৭.৫	স্যানিটেশন কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনার জন্য বাজেট বরাদ্দসহ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত, পাবলিক টয়লেট কার্যকর ও পরিষ্কার, টিএলসিসির সন্তুষ্টির মাত্রা যাচাই।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	পৌরসভায় মোট ১১টি পাবলিক টয়লেট আছে, যা নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়। এছাড়া স্ল্যাজ রিমুভার ট্রাক দুই হাজার লিটার, ভাড়া প্রথম গাড়ি ২,৩০০/= টাকা ও দ্বিতীয় গাড়ি ১৫০০/= টাকায় ভাড়া দেওয়া হয়, যা বর্তমানে চলমান অছে। সভায় উপস্থিত টিএলসিসির সকল সম্মানিত সদস্য জনাব------স্ল্যাজ রিমুভার ট্রাক ব্যবহারের বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। স্যানিটেশন কার্যক্রমের উপর টিএলসিসির সকল সম্মানিত সদস্য সভায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।	প্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে।	সহকারী প্রকৌশলী/কঞ্জার ভেন্সি ইন্সপেক্টর

৮. বিবিধ

ক্রমিক নং	কর্মতৎপরতা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা/বর্তমান অবস্থা	পরবর্তী করণীয়/ সিদ্ধান্ত/সুপারিশ (বাস্তবায়নের সময়সূচিসহ)	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কর্মকর্তা
১।	মা ও শিশুদের নিয়মিত টিকাদান এবং জাতীয় টিকা দিবসসমূহ নিয়মিতভাবে চলমান রাখা।	পৌর এলাকায় মোট ৬০টি কেন্দ্রে নিয়মিতভাবে মা ও শিশুদের টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। নতুন করে ---------- --------------------------- মোড়ে----------------- এর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আরও একটি টিকাদান কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।	এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	সচিব/ স্যানিটারি ইন্সপেক্টর
২।	পৌরসভার চলমান সকল উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সমন্বয় সাধন করা।	পৌরসভার চলমান সকল উন্নয়নমূলক কাজের সমন্বয় সাধন করা হয়।	এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী
৩।	রাস্তা মেরামত ও সংস্কার।	পৌরসভার মধ্যে জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে ভাঙ্গা রাস্তা নিয়মিত মেরামত ও সংস্কার করা হয়।	এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী
৪।	জলাতঙ্ক রোগের ভ্যাকসিন প্রদান প্রসঙ্গে।	প্রতিদিন পৌরসভা অফিসে প্রায় ১০-১৫ জন কুকুরে কামড়ানো রোগীকে জলাতঙ্ক রোগের ভ্যাকসিন দেওয়া হয় ------------ --------------------------------- সদর হাসপাতাল টিকা দেওয়া বন্ধ করলে প্রতিদিন জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে জলাতঙ্ক রোগের টিকা নিতে আসেন। সেক্ষেত্রে প্রতিদিন প্রায় ৩০-৪০ জন রোগী টিকা নিতে আসেন।	এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	স্বাস্থ্য সহকারী

সভায় টিএলসিসি সভাপতি ও পৌরসভার মেয়র --- সভায় জানান টিএলসিসি এমন একটি ফোরাম যার মাধ্যমে পৌরসভা পরিচালনার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মতামত দেওয়ার সুযোগ আছে। টিএলসিসি সদস্যদের মতামত নিয়েই আমরা পৌরসভা পরিচালনা করতে চাই। গত টিএলসিসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা অনেকগুলো যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি, যার মধ্যে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের উদ্যোগ গ্রহণ, ট্যাক্স ও অন্যান্য কর আদায় বৃদ্ধি, পৌরসভার সকল ড্রেন পরিষ্কার এবং শহর আলোকিত করাসহ অনেক কাজ আমরা করতে পেরেছি। উপস্থিত সম্মানিত সদস্যদের পৌরসভা পরিচালনার ক্ষেত্রে সভায় উপস্থিত হয়ে গঠনমূলক মতামত প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সভায় আরও জানান যে পরবর্তী টিএলসিসি সভায় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইডি)-এর পরিচালক মহোদয়কে প্রধান অতিথি করে সর্বস্তরের নাগরিকদের নিয়ে ব্যাপক আকারে সভা আয়োজন করা হবে। পরিশেষে টিএলসিসির সভাপতি ও পৌরসভার মেয়র সভায় উপস্থিত শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি)'র সম্মানিত সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নাম :

স্বাক্ষর :

-- পৌরসভা ও মেয়র

সভাপতি, শহর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি)

স্মারক নং ---

তারিখ : --

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো :

১। উপ-সচিব, স্থায়ী সরকার বিভাগ, পৌর-১ শাখা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রকল্প পরিচালক, নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি) এলজিইডি, ঢাকা।
৩। প্রকল্প পরিচালক নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প, এলজিইডি, ঢাকা।
৪। জনাব-----------------------------------সদস্য/সদস্য সচিব, টিএলসিসি -----------------------------------পৌরসভা।
৫। জনাব---,---------------------------------------পৌরসভা।
৬। অফিস কপি।

নোট:

প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিএমইউ)
নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
লেভেল-১২, এলজিইডি প্রধান কার্যালয়
শেরে-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭
ফোন: ০২-৪৪৮২৬১৭৭, ওয়েব সাইট: www.iugip-lged.org